রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ১৬, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ শ্রাবণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০৮ আগস্ট ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৫০-আইন/২০১৮।—বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৪৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) "অনাপত্তি" অর্থ বিধি ৩৩ এর অধীন ইস্যুকৃত কোনো অনাপত্তি;

(২) "অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ বিধি ৩০ এ উল্লিখিত কোনো কর্তৃপক্ষ;

(৩) "অপসারণ আদেশ" অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন ইস্যুকৃত কোনো আদেশ;

(৪) ''আইন'' অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৪ নং আইন);

(৫) ''আবেদনকারী'' অর্থ এই বিধিমালার অধীন আবেদনপত্র দাখিলকারী কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি বা সংস্থা;

(৬) ''আবেদনপত্র'' অর্থ নিম্নবর্ণিত কোনো উদ্দেশ্যে এই বিধিমালার অধীন দাখিলকৃত কোনো আবেদনপত্র—

(ক) অনুমতি, অনাপত্তি বা প্রকল্প ছাড়পত্র; বা

(খ) অনুমতি, অনাপত্তি বা প্রকল্প ছাড়পত্র সনদের প্রত্যায়িত কপি; বা

(গ) অনুমতি, অনাপত্তি বা প্রকল্প ছাড়পত্র বাতিল আদেশ প্রত্যাহার; বা

(ঘ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থায় স্থাপিত তথ্য-উপাত্ত ভাণ্ডার হইতে কোনো তথ্য প্রাপ্তি; বা

(ঙ) এই বিধিমালার অধীন উপরে উল্লিখিত আবেদন ব্যতীত অন্য যে কোনো আবেদন;

(৭) ''ইউনিয়ন কমিটি'' অর্থ বিধি ১৬ এর অধীন গঠিত ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(৮) "উপকূল" অর্থ উপকূলীয় খাঁড়িসহ উপকূলীয় এলাকা;

(৯) ''উপজেলা কমিটি'' অর্থ বিধি ১৫ এর অধীন গঠিত উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(১০) ''উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ'' অর্থ ধারা ২ এর দফা (১) এ সংজ্ঞায়িত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ;

(১১) ''কমিটি'' অর্থ এই বিধিমালাতে উল্লিখিত জেলা, উপজেলা বা ইউনিয়নের ১ (এক) বা একাধিক কমিটি;

(১২) ''কারিগরি কমিটি'' অর্থ বিধি ২১ এর অধীন গঠিত কারিগরি কমিটি;

(১৩) ''কারিগরি প্রতিবেদন'' অর্থ বিধি ২২ এর অধীন প্রণীত কোনো প্রতিবেদন;

(১৪) "কৃষি" অর্থ—

(ক) শস্য বা অন্য যে কোনো ফসল উৎপাদন;

(খ) উদ্যানকৃষি (horticulture);

(গ) বনায়ন;

(ঘ) মৎস্য চাষ ও উৎপাদন;

(ঙ) পশুপালন ও পশুজাত পণ্য উৎপাদন;

(চ) পোল্ট্রি ও পশু খাদ্য উৎপাদন;

(ছ) হাঁস-মুরগীর খামার পরিচালন;

(জ) দুগ্ধ খামার পরিচালন;

(ঝ) মৌমাছি পালন;

(ঞ) রেশম চাষ; এবং

(ট) অনুরূপ কোনো কৃষিভিত্তিক উৎপাদন বা প্রক্রিয়া;

(১৫) ''জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা'' অর্থ ধারা ১৫ এ উল্লিখিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা;

(১৬) ''জেলা কমিটি'' অর্থ বিধি ১৪ এর অধীন গঠিত জেলা সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(১৭) "ড্যাম ও ব্যারাজ" অর্থ নদীর প্রবাহের আড়াআড়ি মাটি, কংক্রিট, রাবার বা অন্য যে কোনো উপাদান দ্বারা নির্মিত কোনো অবকাঠামো;

(১৮) ''ধারা'' অর্থ আইনের কোনো ধারা;

(১৯) "নলকূপ" অর্থ পানি আহরণ ও সরবরাহ বা সেচের জন্য ব্যবহৃত নিম্নোক্ত নলকূপ, যথা:—

(ক) "অগভীর নলকূপ (Shallow Tube Well)" অর্থ এইরূপ নলকূপ যাহা ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হইতে প্রাইম মোভার সংযুক্ত সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প দ্বারা সাকশন পদ্ধতিতে পানি উত্তোলনে সক্ষম;

(খ) "গভীর নলকূপ (Deep Tube well)" অর্থ এইরূপ নলকূপ যাহা ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হইতে সাবমারসিবল পাম্প সেট অথবা প্রাইম মোভার সংযুক্ত টারবাইন পাম্প দ্বারা ফোর্সমোডে পানি উত্তোলন করে;

(গ) "ডিপসেট অগভীর নলকূপ (Deep-set Shallow Tube well)" অর্থ এইরূপ নলকূপ যাহা ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হইতে প্রাইম মোভার সংযুক্ত সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প দ্বারা সাকশন পদ্ধতিতে পানি উত্তোলনের জন্য ভূতলের নীচে বসানো হয়;

(ঘ) "হস্তচালিত নলকূপ (Hand Tube well)" অর্থ এইরূপ নলকূপ যাহা সাকশন পদ্ধতিতে পানি উত্তোলনে সক্ষম;

(ঙ) "হস্তচালিত গভীর নলকূপ (Deep Hand Tube well)" অর্থ এইরূপ নলকূপ যাহা পাম্পের ভাল্ব ভূতলের নিচে স্থাপনক্রমে একটি রড দ্বারা বা অন্য কোন পদ্ধতিতে ফোর্সমোডে পরিচালিত কোনো হস্তচালিত নলকূপ;

(২০) ''নির্বাহী কমিটি'' অর্থ ধারা ২ এর দফা (৯) এ সংজ্ঞায়িত নির্বাহী কমিটি;

(২১) "পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন" অর্থ এইরূপ একটি প্রক্রিয়া যা প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ক্ষতি না করিয়া সর্বাধিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে পানি, ভূমি এবং তৎসম্পর্কিত সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনাকে বিকশিত করে;

(২২) ''পরিদর্শন প্রতিবেদন'' অর্থ এই বিধিমালার অধীন প্রণীত কোনো পরিদর্শন প্রতিবেদন;

(২৩) "প্লাবন ভূমি" অর্থ স্বাভাবিক বর্ষায় নদীর পানি উপচাইয়া যে এলাকা পর্যন্ত প্লাবিত হয় উক্ত এলাকা;

(২৪) ''প্রকল্প'' অর্থ বিধি ১৯ এ উল্লিখিত ১ (এক) বা একাধিক পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প;

(২৫) ''প্রকল্প ছাড়পত্র'' অর্থ বিধি ২৩ এর অধীন ইস্যুকৃত প্রকল্প ছাড়পত্র;

(২৬) ''প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ'' অর্থ বিধি ১৩ এ উল্লিখিত প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ;

(২৭) ''প্রকল্প ছাড়পত্রধারী'' অর্থ এইরূপ ব্যক্তি যাহার আবেদন প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুর হইয়াছে এবং যাহার প্রতি প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হইয়াছে;

(২৮) ''ফরম'' অর্থ এই বিধিমালার তফসিলে উল্লিখিত বা মহাপরিচালক কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত কোনো ফরম;

(২৯) ''ফি'' অর্থ বিধি ৪৭ এর অধীন নির্ধারিত ফি;

(৩০) "ব্যক্তি" অর্থ ধারা ২ এর দফা (২৫) এ উল্লিখিত ব্যক্তি;

(৩১) "সার্বিক পরিকল্পনা" অর্থ পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়নের জন্য গৃহীত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা;

(৩২) "সুপেয় পানি" অর্থ পানযোগ্য নিরাপদ পানি;

(৩৩) "স্থাপনা" অর্থে যে কোনো ধরণের ভৌত অবকাঠামোও অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(৩৪) "ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থ নির্বাহী কমিটি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত মহাপরিচালক এবং অন্য কোনো কর্মকর্তা।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ ও অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে সংজ্ঞায়িত অর্থে গৃহীত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পানির অধিকার

৩। সুপেয় পানি এবং পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ব্যবহার্য পানির অধিকার।—(১) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা সুপেয় পানি এবং পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের লক্ষ্যে ধারা ৩ এবং এই বিধিমালার অধীন পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির নির্দেশসমূহ বাস্তবায়ন করিবে।

(২) সরকার, সময়ে সময়ে, উপ-বিধি (১) এর অধীন জনগণের পানি ব্যবহারের অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ ও ভৌগোলিক অবস্থা বিবেচনাক্রমে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিদিন সুপেয় পানি, পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা, পানি প্রাপ্তির সীমা ও পানির উৎসের সর্বোচ্চ কাম্য (Maximum) দূরত্ব নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, সকল নাগরিকের পানি সংশ্লিষ্ট অধিকারসমূহ যথাযথ পন্থায় বাস্তবায়ন তদারকির উদ্দেশ্যে এবং সময় সময়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সহকারে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করিবে এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে উহা নির্বাহী কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সংশ্লিষ্ট সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, সমাজ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্য যে কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থাকে সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা

৪। **জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভাডার।**—(১) ধারা ৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উহার কার্যপরিধির আওতাধীন আন্তঃদেশীয় নদী ও অন্যান্য পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করিবে এবং উহা পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভাডার (NWRD) এ সংরক্ষণ করিবার জন্য সরবরাহ করিবে।

(২) জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার (NWRD) আন্তঃদেশীয় নদী সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সকল কর্মকান্ড সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তথ্য সরবরাহ করিবে।

(৩) বিদেশী রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট যে কোনো তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের ক্ষেত্রে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৪) আন্তঃদেশীয় নদীর উপর বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা বা অনুসন্ধান কার্যক্রমে যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশকে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা সহায়তা প্রদান করিবে।

(৫) দেশ-বিদেশ হইতে প্রাপ্ত তথ্য এবং গবেষণা লব্ধ ফলাফল বা তথ্য-উপাত্ত জাতীয় তথ্য-উপাত্ত ভান্ডারে সংরক্ষিত হইবে।

(৬) সরকার ঘোষিত নিয়ম অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার হইতে তথ্যাদি সরবরাহ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার ঘোষিত ক্লাসিফাইড (Classified) তথ্য-উপাত্ত সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে সরবরাহ করা যাইবে না।

(৭) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এককভাবে বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের পানি সম্পদের সমন্বিত ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে-

(ক) দেশে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করিতে পারিবে এবং বিদেশে উক্তরূপ প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে; এবং

(খ) দফা (ক) এ বর্ণিত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার হইতে লব্ধজ্ঞান এবং ফলাফল তথ্য ভাডারে সংরক্ষণ করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় পানি নীতি

৫। জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন।—(১) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত বিষয়াদিসহ জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন এবং উহা, সময় সময়, হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে, সরকারের পক্ষে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে ১ (এক) টি খসড়া প্রণয়ন করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান অনুসারে প্রণীত খসড়ার উপর পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা গণশুনানির আয়োজন ও পরামর্শ গ্রহণ করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন গণশুনানি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা দায়িত্ব পালন করিবে এবং তৎলক্ষ্যে মহাপরিচালক নিজে কিংবা পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ১ (এক) বা একাধিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৪) গণশুনানির উদ্দেশ্য হইবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী ও সংগঠনের সহিত এবং জাতীয় পানি নীতি চূড়ান্ত করিবার ক্ষেত্রে যাহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সহায়ক হইতে পারে তাহাদের সহিত জাতীয় পানি নীতির বিষয়বস্তু সম্পর্কে মতবিনিময়ের মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণ করা।

(৫) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা গণশুনানি অনুষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, এনজিও, যে কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি, সমাজভিত্তিক সংগঠন ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষগণকে শুনানিতে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ করিয়া ১ (এক)টি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করিবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন গণবিজ্ঞপ্তিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথা:—

(ক) শুনানির উদ্দেশ্য;

(খ) শুনানির সময়, তারিখ ও স্থান;

(গ) শুনানি পরিচালনাকারীর পরিচিতি;

(ঘ) খসড়া জাতীয় পানি নীতির কপি;

(ঙ) শুনানি সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষাকারী কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা, ই-মেইল ও ফোন নম্বর।

(৭) উপ-বিধি (৫) এর অধীন জারিকৃত গণবিজ্ঞপ্তি—

(ক) শুনানির কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ওয়েবসাইটে আপলোড করিতে হইবে;

(খ) শুনানির কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে বহুল প্রচারিত ১ (এক) টি বাংলা ও ১ (এক)টি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে হইবে।

(৮) এই বিধিমালার অধীন গণশুনানি, জনস্বার্থে, বিভিন্ন স্থানে বা একই স্থানে একাধিকবার আয়োজন করা যাইবে এবং উহা জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

৬। **গণশুনানির কার্যপদ্ধতি।**—(১) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা গণশুনানি পরিচালনার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে এবং শুনানিতে উপস্থিত স্টেকহোল্ডার ও বিশেষজ্ঞগণের নিকট উক্ত কার্যপদ্ধতি ও শুনানির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করিবে এবং উক্ত বিষয়ে তাহাদের মতামত আহবান করিবে নিরপেক্ষ এবং ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে শুনানি অনুষ্ঠান নিশ্চিত করিবে।

(৩) গণশুনানিতে অংশগ্রহণকারীগণ মৌখিক বা লিখিতভাবে অথবা উভয়ভাবে তাহাদের মতামত প্রদান করিতে পারিবেন এবং মৌখিক মতামতের ক্ষেত্রে শুনানি পরিচালনাকারী যতদূর সম্ভব উক্তরূপ বক্তব্য বা লিখিত মতামত বা উহার সারসংক্ষেপ বা এতদসংক্রান্ত নথি, যতদূর সম্ভব, সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত লিখিত মতামত, যদি থাকে, উহা গণশুনানি অনুষ্ঠিত হইবার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে গণশুনানি পরিচালনাকারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) জাতীয় পানি নীতি চূড়ান্তকরণের সময় গণশুনানির মাধ্যমে প্রাপ্ত মতামত বিবেচনা করিতে হইবে।

৭। **জাতীয় পানি নীতিতে পানির মূল্য নির্ধারণের নির্ণায়ক অন্তর্ভুক্তি।**—(১) সরকারি ও বেসরকারি পানি বণ্টন ব্যবস্থাকে টেকসই করিবার লক্ষ্যে আর্থিক ও আইনি কাঠামোর অধীন পানির মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে এবং জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন বা হালনাগাদকরণকালে উহাতে পানির মূল্য নির্ধারণের নির্ণায়ক সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত নীতিমালা প্রণয়ন ও হালনাগাদকালে ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত বিষয়াবলির সহিত নিম্নোক্ত বিষয়াবলিও বিবেচনার জন্য অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, যথা:—

(ক) জীবন রক্ষা (খাবার পানি), প্রতিবেশ সেবা (Ecosystem services), সমতা (Equity), দূষণ রোধ ইত্যাদি;

(খ) পানির প্রাপ্যতা, পানির সংকট অবস্থা, পানি ব্যবহারের পরিমাণ, পানি পরিশোধনের ব্যয় ও পানির সাশ্রয়ের বিষয়; এবং

(গ) পানি সেবাভোগীদের সামর্থ্য ও পানি সরবরাহের প্রকৃত খরচের আর্থিক বিশ্লেষণ।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রতিপালন আদেশ

৮। **প্রতিপালন আদেশ জারির পদ্ধতি।**—(১) ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এবং ধারা ৪২ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে নির্বাহী কমিটি এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক **ফরম**- ১.১ এ প্রতিপালন আদেশ ইস্যু করিতে পারিবে।

(২) নির্বাহী কমিটি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিপালন আদেশ জারির পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবে।

(৩) নির্বাহী কমিটি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কারণ উল্লেখপূর্বক **ফরম-১** এ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে শুনানির নোটিশ জারি করিবে।

(৪) নির্বাহী কমিটি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে শুনানি অনুষ্ঠিত হইবে।

(৫) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে তাহাদের মতামত প্রদান করিবেন এবং শুনানীকালীন মৌখিক বক্তব্য প্রদানের ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ বক্তব্য বা উহার সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করিবে।

(৬) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপ-বিধি (৫) এর অধীন প্রদত্ত বক্তব্য বা বিবৃতি নির্বাহী কমিটি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যাচাই বা পরীক্ষা করিবেন এবং যদি নির্বাহী কমিটি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট উক্ত বক্তব্য বা বিবৃতি অসন্তোষজনক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রতিপালন আদেশ জারি করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৭) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রতিপালন আদেশে নিম্নবর্ণিত বিবরণ বা তথ্যাদিরও উল্লেখ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) উপযুক্ত কারণ ব্যতীত, প্রতিপালন আদেশ প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতা; এবং

(খ) আদেশ অমান্য বা প্রতিপালন না করা জরিমানাযোগ্য ও দন্ডনীয় অপরাধ।

(৮) প্রতিপালন আদেশ ব্যক্তিগতভাবে বা পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বা প্রশাসনিক প্রধানকে, যে নামেই অভিহিত হউক, অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জারি করা যাইবে অথবা তিনি বা তাহার প্রতিনিধি যেখানে বসবাস করেন বা ব্যবসা পরিচালনা করেন বা জীবিকা নির্বাহ করেন সেই স্থানের ঠিকানায় রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৯) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় গণবিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে প্রতিপালন আদেশের বিষয়বস্তু জনগণের নিকট ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(১০) উপ-বিধি (৯) অনুযায়ী জারিকৃত গণবিজ্ঞপ্তি কমপক্ষে বহুল প্রচারিত ১ (এক) টি বাংলা ও ১ (এক) টি ইংরেজি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ করিতে হইবে এবং ক্ষেত্রমত, জাতীয় বেতার ও টেলিভিশন বা ১ (এক) টি বেসরকারি বেতার বা টেলিভিশন চ্যানেল বা উভয় চ্যানেলে প্রচার করা যাইবে।

(১১) উপ-বিধি (৯) অনুযায়ী জারিকৃত গণবিজ্ঞপ্তি ক্ষেত্রমতে সার্কুলার, ক্যাপশন, ভয়েস ম্যাসেজ, স্থানীয়ভাবে মাইকিং আকারে প্রচার করা যাইবে।

(১২) উপ-বিধি (৯) অনুযায়ী জারিকৃত গণবিজ্ঞপ্তিতে নিম্নবর্ণিত তথ্য বা বিবরণ থাকিবে, যথা:—

(ক) প্রতিপালন আদেশের বিধান বা শর্তাবলি লংঘনকারী ব্যক্তি, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্টগণের নাম-ঠিকানাসহ পূর্ণাঙ্গ বিবরণ;

(খ) লংঘিত বিধান বা শর্তাবলির বিবরণ;

(গ) প্রতিপালনের সময়সীমা;

(ঘ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো প্রয়োজনীয় বিষয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অপসারণ আদেশ

৯। **অপসারণ আদেশ জারির পদ্ধতি।**—(১) যদি কোনো ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পানি সম্পদের উপর এমন কোনো স্থাপনা নির্মাণ বা ভরাট কার্যক্রম গ্রহণ করে যাহা জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে বা উহার গতিপথ পরিবর্তন করে, তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই বিধিমালা অনুযায়ী, উক্ত ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে উক্ত জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে **ফরম-২.১** এ অপসারণ আদেশ জারি করিতে পারিবেন।

(২) নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অপসারণ আদেশ জারির পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে শুনানি অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কারণ উল্লেখপূর্বক **ফরম-২** এ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে শুনানির নোটিশ জারি করিবে।

(৫) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ মৌখিক বা লিখিতভাবে বা উভয়ভাবে তাহাদের বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবে এবং মৌখিক বক্তব্যের ক্ষেত্রে, নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ বক্তব্য বা মতামত বা উহার সারসংক্ষেপ লিখিয়া রাখিবে বা যতদূর সম্ভব লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবে।

(৬) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপ-বিধি (৫) এর অধীন প্রদত্ত বক্তব্য বা বিবৃতি নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যাচাই বা পরীক্ষা করিয়া উক্ত বক্তব্য বা বিবৃতি সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হইলে অপসারণ আদেশ জারি করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৭) নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অপসারণ আদেশে জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহের বিঘ্নের সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে উক্ত অপসারণ আদেশ প্রতিপালনের সুনির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখপূর্বক নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৮) অপসারণ আদেশে নিম্নবর্ণিত বিবরণ বা তথ্যাদির উল্লেখ থাকিতে হইবে, যথা:—

(ক) স্থাপনা নির্মাণকারী বা ভরাট কার্যক্রম গ্রহণকারী ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানাসহ পূর্ণাঙ্গ বিবরণ;

(খ) অবৈধ স্থাপনা বা ভরাট কার্যক্রম সম্পর্কিত বিবরণ;

(গ) অপসারণের সময়সীমা;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপনা নির্মাণ বা ভরাট কার্যক্রমে ব্যবহৃত উপকরণ অপসারণের ব্যর্থতায় যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহার অপসারণ;

(ঙ) দফা (ঘ) এর অধীন অপসারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অপসারণ ব্যয় নির্বাহ; এবং

(চ) নির্বাহী কমিটি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয় বা তথ্য।

(৯) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অপসারণ আদেশ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এর দাপ্তরিক সীলমোহরযুক্ত ও স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(১০) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অপসারণ আদেশ ব্যক্তিগতভাবে বা পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংস্থার বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বা প্রশাসনিক প্রধানকে, যে নামেই অভিহিত হউক, অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জারি করা যাইবে অথবা তিনি বা তাহার প্রতিনিধি যেখানে বসবাস করেন বা ব্যবসা পরিচালনা করেন বা জীবিকা নির্বাহ করেন সেই স্থানের ঠিকানায় রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করিতে হইবে।

(১১) যদি কোনো ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অপসারণ আদেশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে স্থাপনাটি অপসারণ না করেন বা ভরাট কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন, তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত স্থাপনা বা ভরাট কার্যক্রমে ব্যবহৃত উপকরণ অপসারণ করিতে পারিবে এবং এইরূপে অপসারণ করা হইলে উহার প্রকৃত খরচ বা ব্যয়ভার উক্ত ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আদায় করিবে।

(১২) যদি কোনো ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অপসারণ আদেশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে স্থাপনাটি অপসারণ না করেন বা ভরাট কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন, তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রতি উপ-বিধি (১৫) তে উল্লিখিত বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক প্রকৃত খরচ বা ব্যয়ভার নির্ধারণের লক্ষ্যে তারিখ ও সময় নির্দিষ্ট করিয়া নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক শুনানীর জন্য নোটিশ জারি করিবেন, যথা:—

(ক) অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনার তারিখ ও সময়;

(খ) এতদুদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(গ) অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয়;

(ঘ) দায়ী ব্যক্তি কর্তৃক ব্যয় পরিশোধের পদ্ধতি;

(ঙ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার অনুকূলে ব্যয় পরিশোধের জন্য নির্ধারিত বা বরাদ্দকৃত কোড;

(চ) ব্যয় পরিশোধের সময়সীমা।

(১৩) উপ-বিধি (১২) এর অধীন নোটিশ জারির পর নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ শুনানীর জন্য হাজির হইলে সেক্ষেত্রে উপ-বিধি (১৫) তে উল্লিখিত বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক প্রকৃত খরচ বা ব্যয়ভার নির্ধারণ করা হইবে।

(১৪) উপ-বিধি (১২) এর অধীন নোটিশ জারির পর নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ শুনানীর জন্য হাজির না হইলে সেক্ষেত্রে উপ-বিধি (১৫) তে উল্লিখিত বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক একতরফাভাবে প্রকৃত খরচ বা ব্যয়ভার নির্ধারণ করা হইবে।

(১৫) উপ-বিধি (১২) তে উল্লিখিত খরচ বা ব্যয়ভার নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করিতে হইবে, যথা:—

(ক) অপসারণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিক ব্যয়;

(খ) অপসারণ কাজে নিয়োজিত যন্ত্রপাতি ও যানবাহনের ভাড়া এবং জ্বালানী ব্যয়;

(গ) অপসারণকৃত মালামাল স্থানান্তরের জন্য পরিবহণ ব্যয়;

(ঘ) অপসারণকৃত কাজে নিয়োজিত, কর্মকর্তা, কর্মচারি ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণের ভাতা বাবদ ব্যয়;

(ঙ) সেবা সরবরাহ (Utility Service) বিচ্ছিন্নকরণ ব্যয় (যদি থাকে);

(চ) এতদসংক্রান্ত প্রাসংগিক অন্যান্য ব্যয়।

(১৬) উপ-বিধি (১২) তে উল্লিখিত নোটিশ, ধারা ৪২ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে জারি করা হইলে উহা যথাযথভাবে জারি করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(১৭) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা গণবিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে অপসারণ আদেশের বিষয়বস্তু বহুল প্রচারিত ১ (এক) টি বাংলা ও ১ (এক) টি ইংরেজি জাতীয় দৈনিকে, এবং ক্ষেত্রমত, জাতীয় বেতার ও টেলিভিশন বা ১ (এক) টি বেসরকারি বেতার বা টেলিভিশন চ্যানেল বা উভয় চ্যানেলে জনগণের নিকট ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(১৮) উপ-বিধি (১৭) অনুযায়ী জারিকৃত গণবিজ্ঞপ্তি প্রয়োজনে সার্কুলার, ক্যাপশন, ভয়েস ম্যাসেজ, স্থানীয়ভাবে মাইকিং আকারেও প্রচার করা যাইবে।

(১৯) উপ-বিধি (১৭) অনুযায়ী জারিকৃত গণবিজ্ঞপ্তিতে নিম্নবর্ণিত তথ্য বা বিবরণ থাকিবে, যথা:—

(ক) অপসারণ আদেশের বিধান বা শর্তাবলি লংঘনকারী ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নাম-ঠিকানাসহ পূর্ণাঙ্গ বিবরণ;

(খ) যে স্থাপনা বা ভরাটকৃত অংশ অপসারণ করিতে হইবে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ;

(গ) অপসারণের সময়সীমা; এবং

(ঘ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো প্রয়োজনীয় বিষয়।

১০। **স্থাপনা বা ভরাট কার্যক্রম অপসারণের ব্যয় আদায়ের পদ্ধতি।**—(১) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত এবং বিধি ৯ এর অধীন জারীকৃত নোটিশে উল্লেখকৃত অপসারণ ব্যয় পরিশোধের জন্য দায়ী হইবে।

(২) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার অনুকূলে অপসারণ ব্যয় পরিশোধের জন্য নির্ধারিত বা বরাদ্দকৃত কোডের মাধ্যমে কোনো তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে ব্যয় পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) অপসারণ ব্যয় পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন এবং পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফ্‌টের কপি অপসারণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষর নিকট প্রদান করিবেন।

(৪) বিধি ৯ এ ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা উক্ত বিধিতে উল্লিখিত মেয়াদ এইরূপভাবে বৃদ্ধি করিতে পারিবে যেন স্থাপনা বা ভরাট কার্যক্রম অপসারণের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার অধিক না হয়।

সপ্তম অধ্যায়

পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও আটক

১১। **পরিদর্শন পদ্ধতি।**—(১) ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহাপরিচালক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা বা অন্য কোনো সংস্থার কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে উক্ত আদেশে উল্লিখিত স্থান বা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের জন্য দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন, এবং যিনি আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে পরিদর্শক নামে অভিহিত হইবেন এবং একই আদেশে পরিদর্শকের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলির উল্লেখ থাকিবে।

(২) পরিদর্শক কর্তৃক কোনো প্রকল্প, প্রতিষ্ঠান বা স্থান পরিদর্শনের প্রয়োজন হইলে তাহাকে **ফরম ১৪** এ উক্তরূপ পরিদর্শনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট স্থানের দখলদার বা এজেন্টকে উক্ত পরিদর্শনের অন্যূন ৭ (সাত) দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) পরিদর্শকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দেশিত সময়সীমা অনুসারে প্রকল্প স্থান বা সাইট ও উহার সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র ও সরঞ্জামাদি পরিদর্শন, তবে প্রতি বছর ন্যূনতম ২ (দুই) বার পরিদর্শন করিতে হইবে;

(খ) মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও নির্দেশিত সময়সীমার মধ্যে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল;

(গ) পানি সম্পদ সম্পর্কিত বেআইনি কর্মকান্ডে ব্যবহৃত বস্তু ও সরঞ্জামাদি আটকের বিষয়ে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঘ) মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

(৪) পরিদর্শকের নলকূপ ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার দলিল ও তথ্যাদি পরিবীক্ষণ করিবার এবং নলকূপ ও প্রকল্পের সকল ভূমি ও ইমারতে প্রবেশ করিবার অধিকার থাকিবে, এবং প্রকল্প ছাড়পত্রধারী এবং অনাপত্তিধারী এতদ্‌সম্পর্কিত বিষয়ে পরিদর্শককে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৫) উপ-বিধি (৩) এর দফা (খ) এর অধীন প্রণীত পরিদর্শন প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত তথ্যের উল্লেখ থাকিবে, যথা:—

(ক) প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন শুরুর তারিখ, মেয়াদ ও স্থান সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ;

(খ) প্রকল্প ছাড়পত্রের কোনো শর্ত প্রতিপালন না করিবার সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট বিবরণ;

(গ) আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান লংঘন সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট বিবরণ;

(ঘ) মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দেশিত অন্য যে কোনো তথ্য।

(৬) উপ-বিধি (৪) এর অধীন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পরিদর্শকের নিকটস্থ থানার সহায়তা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ সহায়তা প্রদান করিবেন।

১২। বেআইনি কাজে ব্যবহৃত মালামাল, সরঞ্জাম বা খনন যন্ত্রপাতি আটক পদ্ধতি।—বিধি ৮ অনুসারে জারীকৃত প্রতিপালন আদেশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, কোম্পানি, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা পরিপালনে ব্যর্থ হইলে পরিদর্শক পানি সম্পদ সম্পর্কিত বেআইনী কর্মকান্ডে ব্যবহৃত সকল মালামাল ও সরঞ্জাম বা খনন যন্ত্রপাতি আটক করিবার জন্য নিকটস্থ থানার সহায়তা গ্রহণ করিবে এবং এইক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসরণ করিতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

প্রকল্প ছাড়পত্র

১৩। প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ।—(১) কোনো ব্যক্তি, সংস্থা, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা বা পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মিত যে কোনো ধরনের হাইড্রলিক অবকাঠামো নির্মাণ, নদীর তীর সংরক্ষণ, ড্রেজিং বা অনুরূপ কার্যক্রম, কর্মসূচি বা উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া পানি সম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ, প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করিতে আগ্রহী হইলে উক্ত ব্যক্তি, সংস্থা, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্প ছাড়পত্রের জন্য ধারা ১৬ এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নির্বাহী কমিটি নিম্নবর্ণিত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে, যথা:—

(ক) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ক্ষেত্রে, মহাপরিচালক;

(খ) জেলা কমিটির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক;

(গ) উপজেলা কমিটির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা; এবং

(ঘ) ইউনিয়ন কমিটির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

(ক) "অনুরূপ কার্যক্রম, কর্মসূচি বা উদ্যোগ" অর্থ কাঠামোগত বা অকাঠামোগত যে কোনো পদ্ধতিতে যে কোনো সরকারি, বেসরকারি, সামাজিক কমিউনিটিভিত্তিক গৃহীত প্রকল্পসহ পানি সম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো প্রকল্প;

(খ) "পানি সম্পদ উন্নয়ন" অর্থ কাঠামোগত বা অকাঠামোগত পদ্ধতিতে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, পানির উত্তোলন, আহরণ, সরবরাহ, ব্যবহার, বিতরণ, সংরক্ষণ, রূপান্তর, প্রক্রিয়াকরণ, বন্যা ও খরার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ, পানি দূষণ রোধকরণ, পয়ঃব্যবস্থা ও নিষ্কাশন।

১৪। জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি।—(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক জেলায় জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে, অতঃপর জেলা কমিটি হিসাবে অভিহিত, একটি কমিটি থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত জেলা কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য ও কারিগরি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) জেলা প্রশাসক- সভাপতি;

(খ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ- সদস্য

(গ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক- সদস্য;

(ঘ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা- কারিগরি সদস্য;

(ঙ) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর- কারিগরি সদস্য;

(চ) নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড - কারিগরি সদস্য;

(ছ) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর- কারিগরি সদস্য;

(জ) নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর- কারিগরি সদস্য;

(ঝ) নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন- কারিগরি সদস্য;

(ঞ) জেলা চেম্বার অব কমার্স এর ১ (এক) জন প্রতিনিধি - সদস্য;

(ট) সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন এনজিও প্রতিনিধি - সদস্য;

(ঠ) নির্বাহী প্রকৌশলী, সিটি কর্পোরেশন (যদি থাকে) -কারিগরি সদস্য;

(ড) নির্বাহী প্রকৌশলী, বরেন্দ্র বহমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (যদি থাকে)- কারিগরি সদস্য;

(ঢ) বিসিক এর জেলা পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি (যদি থাকে) - সদস্য;

(ণ) নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (যদি থাকে)- কারিগরি সদস্য;

(ত) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা- কারিগরি সদস্য;

(থ) নির্বাহী প্রকৌশলী, পৌরসভা (যদি থাকে)- কারিগরি সদস্য;

(দ) হাওর অঞ্চলের জেলাসমূহে হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি- কারিগরি সদস্য;

(ধ) উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর (যদি থাকে)- সদস্য;

(ন) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার প্রতিনিধি- সদস্য-সচিব:

তবে শর্ত থাকে যে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার প্রতিনিধির অবর্তমানে দফা (চ) এ উল্লিখিত কারিগরি সদস্য, সদস্য-সচিব হইবেন।

(৩) জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনে উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সদস্য ছাড়াও অন্য কোন সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবেন।

(৪) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য জেলা কমিটিকে উপদেষ্টা হিসাবে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জেলা কমিটির দায়-দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) জেলা কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন বিবেচনাক্রমে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়সীমা অনুযায়ী প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করার জন্য সুপারিশ করা;

(খ) পানি সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ, প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা সনাক্ত ও পর্যালোচনা করা এবং তদানুসারে টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান আইনি কাঠামোর আওতায় সংশ্লিষ্ট জেলা পানি সম্পদ পরিকল্পনা, যদি থাকে, অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা;

(গ) ইউনিয়ন ও উপজেলা কমিটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে উক্ত কমিটিকে সহায়তা করা;

(ঘ) জেলার মধ্যে পানি সম্পদ খাতে কার্যরত সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকাধীন সংস্থা বা এজেন্সিসমূহের কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও তদারকি করা;

(ঙ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো সংস্থা, এজেন্সি, ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত আদেশ বা নির্দেশনা প্রতিপালন ও পরিবীক্ষণ করা এবং তদানুসারে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার নিকট প্রতিবেদন দাখিল করা;

(চ) পানি সম্পদ ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্রে বর্ণিত শর্ত ভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে উহা বাতিলের সুপারিশ করা;

(ছ) পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট তথ্যভান্ডার প্রণয়ন ও উহা পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সহিত শেয়ার করা;

(জ) গাইডলাইন অনুসারে পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

(ঝ) অধিকতর সমন্বয় সাধনকল্পে উপজেলা কমিটি ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সহিত সংযোগ স্থাপন;

(ঞ) প্রতিপালন আদেশ, অপসারণ আদেশ বা, ক্ষেত্রমত, সুরক্ষা আদেশ জারি করার সুপারিশ করা;

(ট) ধারা ১৬ এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঠ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়-দায়িত্ব পালন করা।

১৫। **উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি।**—(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক উপজেলায় উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে, অতঃপর উপজেলা কমিটি হিসাবে অভিহিত, একটি কমিটি থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত উপজেলা কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য ও কারিগরি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার - সভাপতি;

(খ) সহকারী কমিশনার, ভূমি - সদস্য;

(গ) উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, বাপাউবো- কারিগরি সদস্য;

(ঘ) উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর- কারিগরি সদস্য;

(ঙ) সহকারী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন- কারিগরি সদস্য;

(চ) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা - কারিগরি সদস্য;

(ছ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা- কারিগরি সদস্য;

(জ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান- সদস্য;

(ঝ) সভাপতি কর্তৃক মনোনীত একজন এনজিও প্রতিনিধি - সদস্য;

(ঞ) জেলা চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি - সদস্য;

(ট) সভাপতি কর্তৃক মনোনীত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) - সদস্য;

(ঠ) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (যদি থাকে)- কারিগরি সদস্য;

(ড) সহকারী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা (যদি থাকে) - সদস্য;

(ঢ) সহকারী প্রকৌশলী, বিএমডিএ (যদি থাকে)- কারিগরি সদস্য;

(ণ) প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা- কারিগরি সদস্য;

(ত) হাওর অঞ্চলের জেলাসমূহে হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি- কারিগরি সদস্য;

(থ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার প্রতিনিধি- সদস্য-সচিব:

তবে শর্ত থাকে যে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার প্রতিনিধির অবর্তমানে দফা (ঘ) এ উল্লিখিত কারিগরি সদস্য সদস্য-সচিব হইবেন।

(৩) উপজেলা কমিটি প্রয়োজনে উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সদস্য ছাড়াও অন্য কোন সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৪) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উপজেলা কমিটিকে উপদেষ্টা হিসাবে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উপজেলা কমিটির দায়-দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) উপজেলা কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন বিবেচনাক্রমে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়সীমা অনুযায়ী প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর জন্য সুপারিশ করা;

(খ) পানি সম্পদ ব্যবহারের পরিধি বা সুযোগ, প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা সনাক্ত ও পর্যালোচনা করা এবং তদানুসারে টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান আইনি কাঠামোর আওতায় উপজেলা পানি সম্পদ পরিকল্পনা (যদি থাকে) অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা;

(গ) ইউনিয়ন কমিটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা এবং যখন যেভাবে প্রয়োজন উহাদিগকে সহায়তা করা;

(ঘ) উপজেলার মধ্যে পানি সম্পদ খাতে কার্যরত সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকাধীন সংস্থা বা এজেন্সিসমূহের কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও তদারকি করা;

(ঙ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক জারীকৃত আদেশ বা নির্দেশনার প্রতিপালন পরিবীক্ষণ এবং তদানুসারে জেলা কমিটির নিকট প্রতিবেদন দাখিল করা;

(চ) পানি সম্পদ ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্রে বর্ণিত শর্ত ভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে উহা বাতিল করার জন্য সুপারিশ করা;

(ছ) পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট তথ্যভাণ্ডার প্রণয়ন ও উহা পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সহিত শেয়ার করা;

(জ) গাইডলাইন অনুসারে পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

(ঝ) অধিকতর সমন্বয় সাধনকল্পে জেলা কমিটি ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সহিত সংযোগ স্থাপন করা;

(ঞ) প্রতিপালন আদেশ, অপসারণ আদেশ বা ক্ষেত্রমত, সুরক্ষা আদেশ জারি করার সুপারিশ করা;

(ট) ধারা ১৬ এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঠ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এবং জেলা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়-দায়িত্ব পালন করা।

১৬। **ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি।**—(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক ইউনিয়নে ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে, অতঃপর ইউনিয়ন কমিটি হিসাবে অভিহিত, একটি কমিটি থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ইউনিয়ন কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য ও কারিগরি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ- সভাপতি;

(খ) ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য- সদস্য;

(গ) ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট মহিলা ওয়ার্ড সদস্য- সদস্য;

(ঘ) সহকারী কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর- সদস্য;

(ঙ) উপ-সহকারী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-কারিগরি সদস্য;

(চ) উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-কারিগরি সদস্য;

(ছ) উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর-কারিগরি সদস্য;

(জ) ১ (এক) জন এনজিও প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)- সদস্য;

(ঝ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির ১ (এক) জন প্রতিনিধি- সদস্য;

(ঞ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১ (এক) জন প্রতিনিধি (যদি থাকে)-কারিগরি সদস্য;

(ট) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিনিধি (যদি থাকে)-কারিগরি সদস্য;

(ঠ) উপ-সহকারী প্রকৌশলী, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (যদি থাকে)- কারিগরি সদস্য;

(ড) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার প্রতিনিধি- সদস্য-সচিব:

তবে শর্ত থাকে যে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার প্রতিনিধির অবর্তমানে দফা (ছ) এ উল্লিখিত কারিগরি সদস্য সদস্য-সচিব হইবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, দফা (ছ) এ উল্লিখিত কারিগরি সদস্যের অবর্তমানে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত যে কোনো কারিগরি সদস্য, সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

(৩) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইউনিয়ন কমিটির দায়-দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) ইউনিয়ন কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন বিবেচনাক্রমে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়সীমা অনুযায়ী প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করিবার জন্য সুপারিশ করা;

(খ) পানি সম্পদ ব্যবহারের পরিধি বা সুযোগ, প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা সনাক্ত ও পর্যালোচনা করা এবং তদানুসারে টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান আইনি কাঠামোর আওতায় ইউনিয়ন পানি সম্পদ পরিকল্পনা (যদি থাকে) অনুমোদন করা;

(গ) ওয়ার্ড সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং যখন যেভাবে প্রয়োজন উহাকে সহায়তা করা;

(ঘ) ইউনিয়নের মধ্যে পানি সম্পদ খাতে কার্যরত সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকাধীন সংস্থা বা এজেন্সিসমূহের কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও তদারকি করা;

(ঙ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক জারীকৃত আদেশ বা নির্দেশনার প্রতিপালন মনিটর এবং তদানুসারে উপজেলা কমিটির নিকট প্রতিবেদন দাখিল করা;

(চ) ছাড়পত্রে বর্ণিত শর্ত ভঙ্গের ক্ষেত্রে উহা বাতিলের সুপারিশ করা;

(ছ) পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট তথ্যভাণ্ডার প্রণয়ন ও উহা পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সহিত শেয়ার করা;

(জ) গাইডলাইন অনুসারে পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

(ঝ) গাইডলাইন অনুসারে পানি সম্পদ ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ করা;

(ঞ) উপজেলা কমিটি, জেলা কমিটি ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সহিত সংযোগ স্থাপন করা;

(ট) প্রতিপালন আদেশ, অপসারণ আদেশ বা, ক্ষেত্রমত, সুরক্ষা আদেশ জারির সুপারিশ করা;

(ঠ) ধারা ১৬ এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ড) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়-দায়িত্ব পালন করা।

১৭। **জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রণয়ন।**—সরকার, এই বিধিমালাতে উল্লিখিত জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৮। **কমিটিসমূহের সভা।**—(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কমিটির সভা প্রতি ৩ (তিন) মাসে কমপক্ষে ১ (এক) বার অনুষ্ঠিত হইবে এবং জরুরী প্রয়োজনে, যে কোনো সময় সভা আহ্বান করা যাইবে।

(২) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, কমিটিসমূহ উহাদের সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) কমিটিসমূহের সভা উহাদের সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতির অনুপস্থিতিতে, সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কমিটির অন্য কোনো সদস্য বা কারিগরি সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) কমিটির মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে কমিটিসমূহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে উপস্থিত সদস্যগণের ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির একটি নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটিসমূহ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিটিসমূহের কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১৯। **যে সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প ছাড়পত্র আবশ্যক।**—(১) কোনো ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে ধারা ১৬ এর অধীন প্রকল্প ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা প্রকল্প;

(খ) ভূপরিস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকল্প বা প্রকল্পের অংশবিশেষ;

(গ) ভূপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ প্রকল্প;

(ঘ) হাইড্রোলিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প;

(ঙ) পানি সংরক্ষণ প্রকল্প;

(চ) বন্যা প্লাবিত সমতল ভূমি বা জলাভূমি উন্নয়ন প্রকল্প;

(ছ) শিল্পের জন্য ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার প্রকল্প;

(জ) নদীর তীর সংরক্ষণ বা নদী শাসন প্রকল্প;

(ঝ) নদী খনন বা ড্রেজিং প্রকল্প;

(ঞ) খাল খনন বা পুনঃখনন প্রকল্প;

(ট) ভূপরিস্থ পানিতে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প;

(ঠ) ভূগর্ভস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকল্প বা প্রকল্পের অংশবিশেষ;

(ড) মহাপরিচালক কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত অন্য কোন প্রকল্প।

(২) এই বিধিমালা প্রবর্তনের পর, কোনো ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই বিধিমালাতে বর্ণিত কার্যপদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রকল্প ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোনো প্রকল্পের কোনো কার্যক্রমের দৃশ্যমান বা বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ বা শুরু করিতে পারিবে না।

(৩) যদি কোনো আবেদনকারী উপ-বিধি (২) এর অধীন আরোপিত বিধি-নিষেধ লঙ্ঘনপূর্বক প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রকল্প ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত কোনো প্রকল্প গ্রহণ বা পরিচালনা করে, তাহা হইলে উক্ত আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

২০। **প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন পদ্ধতি।**—(১) এই বিধিমালা প্রবর্তনের পর কোনো প্রকল্প গ্রহণ বা পরিচালনা বা বাস্তবায়নে ইচ্ছুক যে কোনো ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত নির্ধারিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়সীমা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকল্প ছাড়পত্রের জন্য নিম্নবর্ণিত ফরমে ৩ (তিন) প্রস্থে আবেদন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৩.১**;

(খ) ভূপরিস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকল্প বা প্রকল্পের অংশবিশেষ বিষয়াদির ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - ফরম ৩.২;

(গ) ভূপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৩.৩**;

(ঘ) হাইড্রোলিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৩.৪**;

(ঙ) ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণ প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৩.৫**;

(চ) বন্যা প্লাবিত সমতল ভূমি বা জলাভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৩.৬**;

(ছ) শিল্পের জন্য ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৩.৭**;

(জ) নদীর তীর সংরক্ষণ বা নদী শাসন প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৩.৮**;

(ঝ) নদী খনন বা ড্রেজিং প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৩.৯**;

(ঞ) খাল খনন বা পুনঃখনন প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৩.১০**;

(ট) ভূপরিস্থ পানিতে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৩.১১**

(ঠ) মহাপরিচালক যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ অন্যান্য প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনকৃত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় অনুসারে নিম্নবর্ণিত কমিটি আবেদনের বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা—

(ক) অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের পানি সম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের (split ব্যতীত) ক্ষেত্রে, ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(খ) ১০ (দশ) লক্ষ হইতে অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের পানি সম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের (split ব্যতীত) ক্ষেত্রে, উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(গ) ২০ (বিশ) লক্ষ হইতে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের পানি সম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের (split ব্যতীত) ক্ষেত্রে, জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(ঘ) ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ বা তদূর্ধ্ব টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের পানি সম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা।

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনকৃত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় অনুসারে কোনো প্রকল্প—

(ক) একাধিক ইউনিয়নের এলাকাভুক্ত হইবার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি;

(খ) একাধিক উপজেলার এলাকাভুক্ত হইবার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি;

(গ) একাধিক জেলার এলাকাভুক্ত হইবার ক্ষেত্রে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা আবেদনের বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা সময় সময়, দাপ্তরিক আদেশ দ্বারা, উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত প্রাক্কলিত ব্যয়সীমা সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৫) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালা প্রবর্তনের পূর্বে গৃহীত কোনো প্রকল্প অব্যাহত রাখিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক আবেদনকারীকে এই বিধিমালা প্রবর্তনের ১ (এক) বৎসর সময় সীমার মধ্যে বা পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়সীমা এবং পদ্ধতি অনুসরণে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকল্প ছাড়পত্রের জন্য ৩ (তিন) প্রস্থ আবেদন করিতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (১) এবং (৫) এ উল্লিখিত প্রকল্পের আবেদনকারীকে, ফি পরিশোধ সাপেক্ষে, প্রকল্পের বিবরণ এবং আবেদন ফরমে নির্দিষ্টকৃত তথ্য ও দলিলাদিসহ আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৭) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) আবেদনকারীর নিকট আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য যে কোনো তথ্য যাচনা করিতে পারিবে; বা

(খ) আবেদন বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় বা প্রযোজ্য নহে এইরূপ কোনো তথ্য সরবরাহ করা হইতে আবেদনকারীকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৮) আবেদনকারী প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব চিহ্নিত করিয়া উহা প্রতিকারের বিবরণ আবেদনে উল্লেখ করিবে।

(৯) উপ-বিধি (১) ও (৫) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর, প্রত্যেক প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ উহা রেজিষ্টারে এন্ট্রির ব্যবস্থা করিয়া একটি ক্রমিক নম্বর প্রদান ও প্রাপ্তি স্বীকার করিবে।

(১০) উপ-বিধি (১) এবং (৫) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনটি ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার কারিগরি কমিটি, সংশ্লিষ্ট জেলা, উপজেলা বা ইউনিয়ন কারিগরি কমিটির নিকট যাচাই-বাছাইয়ের জন্য প্রেরণ করিবে।

(১১) মহাপরিচালক, সময়ে সময়ে এবং প্রয়োজনীয়তার নিরীখে দাপ্তরিক আদেশ দ্বারা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা এবং পানি সম্পদ প্রকৌশল বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মনোনীত প্রতিনিধি, পেশাজীবী এবং বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে কারিগরি কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(১২) উপ-বিধি (১) এবং (৫) এর অধীন কোনো আবেদন পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত পদ্ধতিতে সরাসরি বা অনলাইনে ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ বরাবরে দাখিল করা যাইবে।

২১। **কারিগরি কমিটিসমূহ গঠন।**—(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্যেক জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়নে কারিগরি কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।

(২) জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কারিগরি কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) জেলা কারিগরি কমিটির ক্ষেত্রে—

জেলা সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির কারিগরি সদস্যগণের মধ্য হইতে ৫ (পাঁচ) জন সদস্য, তন্মধ্যে ১ (এক) জন জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে আহ্বায়ক নিযুক্ত হইবেন;

(খ) উপজেলা কারিগরি কমিটির ক্ষেত্রে—

উপজেলা সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির কারিগরি সদস্যগণের মধ্য হইতে ৫ (পাঁচ) জন সদস্য, তন্মধ্যে ১ (এক) জন জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে আহবায়ক নিযুক্ত হইবেন;

(গ) ইউনিয়ন কারিগরি কমিটির ক্ষেত্রে—

ইউনিয়ন সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির কারিগরি সদস্যগণের মধ্য হইতে ৩ (তিন) জন সদস্য, তন্মধ্যে ১ (এক) জন জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে আহ্বায়ক নিযুক্ত হইবেন।

(৩) জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কারিগরি কমিটির সভায় যে প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করা হয়েছে আবেদনে উল্লিখিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থার কোনো প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার সময়, উপস্থিত থাকিতে কিংবা অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

২২। কারিগরি কমিটিসমূহের দায়িত্ব।—(১) বিধি ২০ অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট কারিগরি কমিটি আবেদনকৃত প্রকল্পের তথ্য ও দলিলাদি পর্যালোচনান্তে জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার সহিত প্রকল্পটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা, তাহা নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি অনুযায়ী যাচাই করিবে, যথা:—

(ক) প্রকল্পটি ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করিয়া পানি সম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কিনা;

(খ) প্রকল্পটি প্রবাহমান কোনো নদী বা খালের সহিত প্লাবন ভূমির সংযোগ বন্ধ করিবে কিনা এবং তাহা প্রতিকারের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হইবে কিনা;

(গ) প্রকল্পটি প্রবাহমান কোনো নদী বা খালের বিদ্যমান প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করিবে কিনা;

(ঘ) প্রকল্পটি কোনো স্থানে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করিবে কিনা;

(ঙ) প্রকল্পটি কোনো জলাধারকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশিত করিবে কিনা;

(চ) প্রকল্পটি বিদ্যমান কোনো পানি ব্যবহার অধিকারের সহিত সাংঘর্ষিক কিনা;

(ছ) প্রকল্পটি ফোরশোর, উপকূল ও অনুরূপ কোনো আধার বা স্থানের প্রবাহের ব্যত্যয় ঘটাইবে কিনা;

(জ) প্রকল্পটি ভূপরিস্থ পানিতে কোনো দূষণ করিবে কিনা;

(ঝ) জনগণের সম্পৃক্ততা ও অংশীদারিত্বমূলক প্রক্রিয়ায় প্রকল্পটি প্রণীত হইয়াছে কিনা।

(২) জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন কারিগরি কমিটি, প্রয়োজনে, যে কোনো বিষয়ে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) আবেদনপত্র পরীক্ষার পর কারিগরি কমিটির নিকট যদি পরিলক্ষিত হয় যে, আবেদনকারী এই বিধিমালার অধীন আবেদনপত্রের সহিত দাখিলের জন্য আবশ্যক সকল দলিল, বিবরণ, তথ্য বা রিপোর্ট দাখিল করেন নাই, তাহা হইলে আবেদন প্রত্যাখানের সুপারিশ প্রদান করিবে।

(৪) কারিগরি কমিটি, পরিষদ, নির্বাহী কমিটি বা ক্ষেত্রমত পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক প্রণীত গাইডলাইন, জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও অন্যান্য দলিলাদির আলোকে,—

(ক) উহার নিকট প্রেরিত আবেদন পত্র;

(খ) আবেদন পত্রের সহিত সংযুক্ত দলিলপত্র; এবং

(গ) স্থানীয় জনগণের মতামত

যাচাই ও মূল্যায়ন করিবে এবং আবেদনে উল্লিখিত পানি সম্পদ ব্যবহারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে ১ (এক) টি কারিগরি প্রতিবেদন প্রণয়ন করিবে।

(৫) আবেদনপত্র যাচাই ও মূল্যায়নের সময়, কারিগরি কমিটি, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ পদ্ধতিতে আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিবে এবং আবেদনকারীর নিকট আবেদনে উল্লিখিত পানি সম্পদ ব্যবহারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব নির্ণয় করিবার প্রয়োজনে যে কোনো তথ্য ও দলিলাদি যাচনা করিতে পারিবে।

(৬) কারিগরি কমিটি এই বিধিমালায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে নির্ভরযোগ্য কারিগরি প্রতিবেদন প্রণয়ন করিবে এবং তদুদ্দেশ্যে কারিগরি কমিটির যেকোনো দলিল বা তথ্য পরীক্ষার, কোনো আঙিনায় প্রবেশ করিবার, কোনো বস্তুর নমুনা সংগ্রহ করিবার ও সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার অধিকার থাকিবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন প্রণীত কারিগরি প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি থাকিবে, যথা:—

(ক) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা;

(খ) আবেদনের উদ্দেশ্য;

(গ) পানি সম্পদের বর্ণনা;

(ঘ) প্রতিবেদন প্রণয়নের সহিত সংশ্লিষ্ট দলিলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা;

(ঙ) আবেদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলের সম্পূর্ণতা;

(চ) জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার আলোকে প্রকল্প গৃহীত হইয়াছে কিনা সে সম্পর্কিত মতামত;

(ছ) আবেদনে উল্লিখিত পানি সম্পদ ব্যবহারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব নির্ণয়;

(জ) নেতিবাচক প্রভাব উপশম করিবার উপায় বা পরিকল্পনা; এবং

(ঝ) আবেদন গ্রহণযোগ্য কিনা সে সম্পর্কিত সুপারিশ এবং সুপারিশের কারণ।

(৮) কারিগরি কমিটি উহার নিকট বিবেচনাধীন যে কোনো প্রকল্পের কারিগরি বিষয় সম্পর্কে মতামত বা পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যে কোনো পেশাজীবীর সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৯) কারিগরি প্রতিবেদন ও অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রণয়নের সময় কারিগরি কমিটি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ পদ্ধতিতে, আবেদনকারী বা, ক্ষেত্রমত, প্রকল্প ছাড়পত্রধারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে।

(১০) উপ-বিধি (৯) এর অধীন শুনানি, কারিগরি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(১১) কারিগরি কমিটি শুনানির কারণ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে শুনানির নোটিশ জারি করিবে।

(১২) যে কোনো ব্যক্তি শুনানির সময় মৌখিক বা লিখিতভাবে বা উভয়ভাবে তাহাদের মতামত প্রদান করিতে পারিবে এবং মৌখিক মতামতের ক্ষেত্রে, কারিগরি কমিটি উক্তরূপ বক্তব্য বা মতামত বা উহার সারসংক্ষেপ যতদূর সম্ভব লিখিয়া রাখিবে বা লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবে।

(১৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত দায়িত্ব পালন ছাড়াও জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন কারিগরি কমিটি, সময়ে সময়ে, মহাপরিচালক বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট কমিটির আহ্বায়ক কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করিবে।

২৩। **প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর পদ্ধতি।**—(১) যেক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের বিধানাবলীতে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট দলিলাদি ও তথ্য সহযোগে কোনো প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করা হয়, সেইক্ষেত্রে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ, আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উহা তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রেরিত আবেদনপত্র সম্পর্কে একটি কারিগরি প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য কারিগরি কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কারিগরি প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করিবে এবং কমিটি ছাড়পত্র ইস্যু করা বা না করিবার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) কোনো শর্তসহ বা ব্যতীত, সুপারিশ প্রাপ্তির অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদনপত্রটি মঞ্জুর ও প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করিবে; বা

(খ) কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনপত্রটি নামঞ্জুর করিয়া অনতিবিলম্বে আবেদনকারীকে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) আবেদনপত্রটি মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ বা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা **ফরম-৪** এ একটি অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করিবেন এবং আবেদনকারীর অনুকূলে নিম্নবর্ণিত ফরমে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করিবেন, যথা:—

(ক) বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের জন্য প্রকল্প ছাড়পত্র - **ফরম ৫.১**;

(খ) ভূপরিস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকল্প বা প্রকল্পের অংশবিশেষ বিষয়াদির ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - ফরম **৫.২**;

(গ) ভূপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ প্রকল্পের জন্য প্রকল্প ছাড়পত্র - **ফরম ৫.৩**;

(ঘ) হাইড্রোলিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের জন্য প্রকল্প ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৫.৪**;

(ঙ) বন্যা প্লাবিত সমতল ভূমি বা জলাভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রকল্প ছাড়পত্র - **ফরম ৫.৫**;

(চ) পানি সংরক্ষণ প্রকল্পের জন্য প্রকল্প ছাড়পত্র - **ফরম ৫.৬**;

(ছ) শিল্পের জন্য ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার প্রকল্পের জন্য প্রকল্প ছাড়পত্র - **ফরম ৫.৭**;

(জ) নদীর তীর সংরক্ষণ বা নদী শাসন প্রকল্পের জন্য প্রকল্প ছাড়পত্র - **ফরম ৫.৮**;

(ঝ) নদী খনন বা ড্রেজিং প্রকল্পের জন্য প্রকল্প ছাড়পত্র - **ফরম ৫.৯**;

(ঞ) খাল খনন বা পুনঃখনন প্রকল্পের জন্য প্রকল্প ছাড়পত্র - **ফরম ৫.১০**;

(ট) ভূপরিস্থ পানিতে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রকল্প ছাড়পত্র - **ফরম ৫.১১**;

(ঠ) মহাপরিচালক যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ অন্যান্য প্রকল্পের জন্য প্রকল্প ছাড়পত্র।

(৫) কোনো আবেদনপত্র নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে, প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ বা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা, কারণ উল্লেখপূর্বক, **ফরম** ৬ এ আবেদনকারীকে আবেদনপত্রটি নামঞ্জুরের বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৬) প্রকল্প ছাড়গত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতীত প্রকল্প ছাড়পত্র হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

২৪। **প্রকল্প ছাড়পত্র বাতিল।**—(১) সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের নিকট হইতে প্রাপ্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন বা অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিকট যদি বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, প্রকল্প ছাড়পত্রধারী—

(ক) প্রকল্প ছাড়পত্রের কোনো শর্ত ভঙ্গ করিয়াছেন; বা

(খ) পানি সম্পদের এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন যে, যাহার ফলে পানি সম্পদ ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হইতেছে; বা

(গ) মহাপরিচালকের নিকট যাচিত বা চাহিত কোনো তথ্য সরবরাহে ব্যর্থ হইয়াছেন; বা

(ঘ) আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘন করিয়াছেন বা কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন

তাহা হইলে উহা কারিগরি কমিটির নিকট বিষয়টি অনুসন্ধানপূর্বক তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহার নিকট ১ (এক) টি অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) অনুসন্ধান পরিচালনার সময় কারিগরি কমিটি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ পদ্ধতিতে, প্রকল্প ছাড়পত্রধারীকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিবে এবং অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য আবশ্যক কোনো তথ্য বা দলিল চাহিতে পারিবে।

(৩) যদি প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিকট বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, কারিগরি কমিটির নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন সঠিক বা নির্ভরযোগ্য, তাহা হইলে উক্ত বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুসন্ধান প্রতিবেদনটি ক্ষেত্রমত মহাপরিচালক বা সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে।

(৪) কমিটি অনুসন্ধান প্রতিবেদনটি বিবেচনার পর ইস্যুকৃত প্রকল্প ছাড়পত্র বাতিলের জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে।

(৫) প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ অতঃপর জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকল্প ছাড়পত্রটি বাতিলের বিষয়ে স্থানীয় পত্রিকায় ১ (এক) টি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করিবে এবং উহার নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে।

২৫। **সেবা গ্রহীতাগণের প্রতি প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের দায়।**—(১) প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো আবেদনকারী লিখিতভাবে বা অনলাইনে কোনো আবেদন করিলে, উক্ত আবেদনের জবাব প্রদান করিতে হইবে এবং উহা কোনো অবস্থাতেই অনিষ্পন্ন রাখা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রত্যেক আবেদনের সহিত আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র (NID), মোবাইল নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা, পত্র যোগাযোগের ঠিকানা বা অন্য কোনো ঠিকানাসহ, যদি থাকে, প্রকৃত পরিচিতি থাকিবে যাহাতে এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তাহার সহিত সহজে যোগাযোগ করা যায়।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত জবাবে, অন্যান্য বিষয়ের সহিত, সম্ভাব্য সময়সীমার উল্লেখ করিতে হইবে যাহার মধ্যে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ বা উহার কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী উক্ত উপ-বিধিতে উল্লেখকৃত আবেদন বা দরখাস্ত বা অনুরোধের বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবে।

(৪) এই বিধিমালার অধীন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করিবার জন্য দায়ী কর্মকর্তা বা কর্মচারী দাপ্তরিকভাবে দায়িত্ব অবহেলার দায়ে অভিযুক্ত হইবেন এবং তিনি উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করিবার সমর্থনে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(৫) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এই বিধিমালার অধীন প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রকল্প ছাড়পত্র সংশ্লিষ্ট যে কোনো তথ্য চাহিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

নবম অধ্যায়

পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা এবং উহার ব্যবস্থাপনা

২৬। **পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার পদ্ধতি।**—(১) ধারা ১৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো এলাকাকে পানি সংকটাপন্ন এলাকা চিহ্নিত করিবার প্রয়োজন হইলে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা উক্ত এলাকার পানি সম্পদ বা পানির উৎস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ বা প্রয়োজনীয় সমীক্ষা বা অনুসন্ধান কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং তৎনির্ধারিত উপায়ে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

(ক) পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক সেবা প্রদানকারী সংস্থা, পানির সম্ভাব্য সংকট সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিতভাবে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থাকে সরবরাহ করিবে;

(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় তৎকর্তৃক আপৎকালীন সময়ে গৃহীত ব্যবস্থাদি সংক্রান্ত তথ্য পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থাকে সরবরাহ করিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এর অধীন প্রাপ্ত তথ্যের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করিয়া পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিবেদন তৈরী করিবে, যাহাতে অন্যান্য বিষয়সহ নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথা:-

(ক) প্রাপ্ত তথ্যের বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবের বিশ্লেষণ;

(খ) সংকটাপন্নতার সুনির্দিষ্ট কারণ;

(গ) নির্বাহী কমিটির জন্য প্রণীত সুপারিশমালা; এবং

(ঘ) জনসাধারণের মতামত।

(৪) উপ-বিধি (১) এর অধীন কর্মকান্ড পরিচালনা বা উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রতিবেদন তৈরীর জন্য পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা প্রয়োজনে যে কোনো সরকারি বা বেসরকারি বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির পরামর্শ বা সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা সুপারিশমালাসহ একটি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক অনুমোদনের নির্বাহী কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট উপস্থাপন করিবে।

(৬) উপ-বিধি (৭) এর অধীন পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করিবার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্ণায়ক (Criteria) বিবেচনা করিতে হইবে, যথা:—

(ক) উক্ত এলাকার ভূগর্ভস্থ বা ভূপরিস্থ পানির নিরাপদ আহরণ সীমা (Safe Yield) অতিক্রম করা হইয়াছে কিনা;

(খ) উক্ত এলাকার পানির মাত্রাতিরিক্ত দূষণ হইয়াছে কিনা;

(গ) উক্ত এলাকার পানি উৎসের রূপান্তর হইয়াছে কিনা;

(ঘ) অন্য কোনো বৈজ্ঞানিক, আর্থ-সামাজিক বা পরিবেশগত নির্ণায়ক (Criteria), যদি থাকে।

(৭) নির্বাহী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার, ধারা ১৭ অনুযায়ী প্রস্তাবিত এলাকাকে পানি সংকাটপন্ন এলাকা ঘোষণা করিবে।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর অধীন পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা সম্পর্কিত গণবিজ্ঞপ্তি কমপক্ষে বহুল প্রচারিত ১ (এক) টি বাংলা ও ১ (এক) টি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে এবং জাতীয় বেতার ও টেলিভিশন বা ১ (এক) টি বেসরকারি বেতার বা টেলিভিশন চ্যানেলে ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৯) গণবিজ্ঞপ্তিতে নিম্নবর্ণিত তথ্য বা বিবরণ থাকিবে, যথা:—

(ক) জেলা প্রশাসনিক মানচিত্রে থানা ও উহার মৌজা উল্লেখপূর্বক পানি সংকটাপন্ন এলাকার বিস্তারিত বিবরণ;

(খ) ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে ক্রমপরিবর্তন করা না হইলে, উপ-ধারা (১) এ নির্দিষ্টকৃত পানি ব্যবহারের অগ্রাধিকার তালিকা; এবং

(গ) ভূগর্ভস্থ পানি ধারক স্তরের নিরাপদ আহরণ সীমা, ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার, ভূগর্ভস্থ পানি ধারক স্তরে ভূগর্ভস্থ পানির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা (পানির স্তর ও পুনর্ভরণ) এবং অন্য কোনো প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ আরোপ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বা পরিকল্পনা গ্রহণ।

২৭। **পানি সংকটাপন্ন এলাকার ব্যবস্থাপনা।**—পানি সংকটাপন্ন এলাকার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে, নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) উক্ত এলাকার জনগণের সহিত আলোচনা করিয়া সংকট উত্তরণের উপায় চিহ্নিতকরণ;

(খ) সংকট উত্তরণের আশু ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি প্রণয়ন;

(গ) সংকট উত্তরণের নিমিত্ত উক্ত এলাকার পানি সম্পদের পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে উক্ত এলাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(ঙ) প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ আরোপ।

দশম অধ্যায়

ভূর্গভস্থ পানির সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

২৮। পানি ধারক স্তরের সর্বনিম্ন আহরণ সীমা নির্ধারণ।—(১) ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নির্বাহী কমিটির পক্ষে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা যথাযথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা নিরীক্ষা বা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে বিভিন্ন এলাকার সময়ের আবর্তে ভূগর্ভস্থ পানির ধারক স্তরের সর্বনিম্ন নিরাপদ আহরণ সীমা নির্ধারণ করিবে এবং উহা নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিবে।

(২) যে এলাকায় জরিপ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হইবে সেই এলাকার সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে জরিপ অনুসন্ধানের পূর্বে জরিপ কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে এবং সর্বনিম্ন ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে।

২৯। অনাপত্তি গ্রহণ হইতে অব্যাহতি।—(১) এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুন না কেন, নিম্নবর্ণিত উপায়ে বা উদ্দেশ্যে পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে, অনাপত্তির প্রয়োজন হইবে না, যথা:-

(ক) অগভীর নলকূপ দ্বারা সর্বোচ্চ ০.৫ কিউসেক পানি কৃষি কাজের জন্য উত্তোলনের ক্ষেত্রে;

(খ) হস্তচালিত নলকূপ বা ডিপসেট অগভীর নলকূপ দ্বারা খাওয়ার পানি ও গৃহস্থালি কাজের জন্য পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে; এবং

(গ) হস্তচালিত গভীর নলকূপ দ্বারা খাওয়ার পানি ও গৃহস্থালি কাজের জন্য পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ভূগর্ভস্থ পানির তীব্র সংকট রহিয়াছে এইরূপ এলাকায়, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক জারীকৃত আদেশ মোতাবেক, নির্দিষ্ট শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনাপত্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

৩০। নলকূপ স্থাপনে অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ।—(১) ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ভূর্গভস্থ পানি ধারক স্তর হইতে নলকূপ স্থাপন করিয়া কৃষি কাজের উদ্দেশ্যে সাকশন পদ্ধতিতে পানি উত্তোলনের জন্য নিম্নবর্ণিত অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ থাকিবে, যথা:—

(ক) অনধিক ০.৫ কিউসেক হইতে সর্বোচ্চ ১.০ কিউসেক পর্যন্ত পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি;

(খ) অনধিক ১.০ কিউসেক হইতে সর্বোচ্চ ৩.০ কিউসেক পর্যন্ত পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি;

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ভূর্গভস্থ পানি ধারক স্তর হইতে নলকূপ স্থাপন করিয়া অকৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কাজের উদ্দেশ্যে সাকশন পদ্ধতিতে পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হইবে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ভূর্গভস্থ পানি ধারক স্তর হইতে যে কোনো উদ্দেশ্যে গভীর নলকূপ স্থাপন করিয়া ফোর্সমোডে পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হইবে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা।

(৪) যে উদ্দেশ্যে পানি উত্তোলনের অনাপত্তি গৃহীত হইবে তাহা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে পানি ব্যবহার করা যাইবে না।

৩১। **নলকূপের জন্য অনাপত্তির আবেদন পদ্ধতি।**—(১) নলকূপ অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কোনো স্থানে কোনো নলকূপ স্থাপন করিতে পারিবে না।

(২) ভূগর্ভস্থ পানি ধারক স্তরে গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপনের অনাপত্তির জন্য **ফরম**-৭ এ সংশ্লিষ্ট নলকূপ অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক দাপ্তরিক আদেশ দ্বারা নির্ধারিত আবেদন ফি সহযোগে আবেদন করা না হইলে নলকূপ অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো আবেদন গ্রহণ করা হইবে না।

(৪) অনাপত্তির জন্য আবেদন প্রাপ্তির পর, নলকূপ অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ স্থানীয়ভাবে পরিদর্শন অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করিবে এবং পরিদর্শক নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান করিবে, যথা:—

(ক) যে স্থানে নলকূপ স্থাপন করা হইবে সেই স্থানের পানি ধারক স্তর (Aquifer) এর অবস্থা;

(খ) নিকটতম বিদ্যমান নলকূপের দূরত্ব ও পানি উত্তোলনের প্রভাব;

(গ) নলকূপ দ্বারা উপকৃত হইবে এইরূপ সম্ভাব্য এলাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (পানি সম্পদের প্রাপ্যতা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি);

(ঘ) খাবার পানি ও গৃহস্থালীর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নলকূপসহ বিদ্যমান অন্যান্য নলকূপের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব;

(ঙ) নলকূপ স্থাপনের জন্য স্থানের উপযুক্ততা;

(চ) অনাপত্তি প্রদানের শর্ত, যদি থাকে।

(৫) যদি নলকূপ অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, পরিদর্শকের প্রতিবেদন বিবেচনাক্রমে, এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকৃত নলকূপ স্থাপন দ্বারা—

(ক) যে এলাকায় নলকূপ স্থাপন করা হইবে সেই এলাকা উপকৃত হইবে;

(খ) পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়িবে না;

(গ) অন্য কোনোভাবে উপকার পাওয়া যাইবে; এবং

(ঘ) ভূগর্ভস্থ পানির মজুদ ও এর গুণাগুণে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব পড়িবে না

তাহা হইলে নলকূপ অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ আবেদনকৃত বিষয়ে অনাপত্তি ক্ষেত্রমত, **ফরম ৭.১, ফরম ৭.২, ফরম ৭.৩ বা ফরম ৭.৪** এ মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৬) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর, প্রত্যেক অনাপত্তি ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ রেজিস্টারে **ফরম ৮** এ এন্ট্রির ব্যবস্থা করিয়া একটি ক্রমিক নম্বর প্রদান ও প্রাপ্তি স্বীকার করিবে।

(৭) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে অনাপত্তি ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ আবেদনের সম্পূর্ণতা সম্পর্কে আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

(৮) নলকূপ অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অনাপত্তির শর্ত লংঘন করা হইয়াছে, বা অন্যবিধ কারণে অনাপত্তি স্থগিতকরণের প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা হইলে লিখিত আদেশ দ্বারা, কারণ উল্লেখপূর্বক, যেকোনো নলকূপের অনাপত্তি সাময়িক স্থগিত করিতে পারিবে, এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থাকে অবিলম্বে বিষয়টি অবহিত করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নলকূপ অনাপত্তি চূড়ান্ত প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ অনাপত্তি গ্রহীতাকে শুনানির জন্য যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান ব্যতীত, কোনো অনাপত্তি স্থগিতকরণের আদেশ অনুমোদন করিবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, যদি অনাপত্তি সাময়িক স্থগিতকরণের আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অনাপত্তি স্থগিতকরণের আদেশ চূড়ান্ত অনুমোদন করা না হয়, তাহা হইলে অনাপত্তি স্থগিতকরণের আদেশ উক্ত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৯) নলকূপ অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনাপত্তি স্থগিতকরণের আদেশ উহা চূড়ান্ত অনুমোদনের তারিখ হইতে সবোর্চ্চ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন পর্যন্ত স্থগিত রাখা যাইবে।

(১০) নলকূপ অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনাপত্তি স্থগিতকরণের আদেশ চূড়ান্তকরণের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার নিকট আপীল করিতে পারিবে এবং উক্ত বিষয়ে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১১) নলকূপ অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, পরিদর্শকের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, এই অধ্যায়ের অধীন প্রদত্ত অনাপত্তি বাতিল করিতে পারিবে যদি উক্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে—

(ক) অনাপত্তি গ্রহীতা অনাপত্তি পত্রে উল্লিখিত শর্ত লংঘন করিয়াছেন; অথবা

(খ) বাতিল আদেশ জারির পূর্ববর্তী তারিখের ১ (এক) বৎসরের মধ্যে ৩ (তিন) বা ততোধিকবার অনাপত্তি স্থগিত করা হইয়াছে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনাপত্তি গ্রহীতাকে শুনানির জন্য যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান ব্যতীত কোনো অনাপত্তি বাতিল করা যাইবে না।

৩২। **বিদ্যমান নলকূপের অনাপত্তি।**- (১) এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তারিখে সারাদেশে বিদ্যমান নলকূপসমূহ দ্বারা, বিধি ২৯ এর বিধান অনুযায়ী অব্যাহতি পাওয়া নলকূপ ব্যতীত, পানি আহরণ অব্যাহত রাখিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তি, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সরকারি সংস্থাকে উক্তরূপ কার্যকর হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক অনাপত্তি গ্রহণের নিমিত্ত আবেদন করিতে হইবে।

(২) আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে যৌক্তিক বিবেচনায় মহাপরিচালক উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়সীমা আরও ৩(তিন) মাস বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৩৩। ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারপূর্বক পানি সম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অনাপত্তি।—(১) ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ভূর্গভস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ ও ব্যবহার সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প বা প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট অংশের অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হইবে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা।

(২) এই বিধিমালা প্রবর্তনের পর ভূর্গভস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ ও ব্যবহার সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প বা প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট অংশের অনাপত্তি গ্রহণের জন্য ইচ্ছুক যে কোনো ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে ফরম-৩.১২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালা প্রবর্তনের পূর্বে গৃহীত কোনো প্রকল্প অব্যাহত রাখিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক আবেদনকারীকে এই বিধিমালা প্রবর্তনের ১ (এক) বৎসরের মধ্যে বা পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত প্রকল্পের অনাপত্তির জন্য পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এবং (৩) এ উল্লিখিত প্রকল্পের আবেদনকারীকে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক এতদসংশ্লিষ্ট নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে, প্রকল্পের বিবরণ এবং আবেদন ফরমে নির্দিষ্টকৃত তথ্য ও দলিলাদিসহ আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (২) এবং (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রকল্প অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) আবেদনকারীর নিকট আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য যে কোনো তথ্য যাচনা করিতে পারিবে; বা

(খ) আবেদন বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় বা প্রযোজ্য নহে এইরূপ কোনো তথ্য সরবরাহ করা হইতে আবেদনকারীকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) আবেদনকারী প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব চিহ্নিত করিয়া উহা প্রতিকারের বিবরণ আবেদনে উল্লেখ করিবে।

(৭) উপ-বিধি (২) এবং (৩) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা উহা রেজিষ্টারে এন্ট্রির ব্যবস্থা করিয়া একটি ক্রমিক নম্বর প্রদান ও প্রাপ্তি স্বীকার করিবে।

(৮) উপ-বিধি (২) এবং (৩) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আবেদনের সম্পূর্ণতা বা অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে আবেদনকারীকে অবহিত করিতে হইবে।

(৯) উপ-বিধি (২) এবং (৩) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার কারিগরি কমিটির নিকট যাচাই বাছাইয়ের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(১০) ভূগর্ভস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ ও ব্যবহার সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প বা প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট অংশের অনাপত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কারিগরি কমিটি নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করিবে, যথা:—

(ক) প্রকল্পটি ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার ব্যতীত ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা;

(খ) প্রকল্পটি বিদ্যমান পানির ধারক স্তরকে নিম্নগামী করিবে কিনা তাহা প্রতিকারের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হইবে কিনা;

(গ) প্রকল্পটির নিকটস্থ বিদ্যমান অনুরূপ কোনো প্রকল্পের উপর ক্ষতিকর কোনো প্রভাব ফেলিবে কিনা;

(ঘ) প্রকল্পটি ভূগর্ভস্থ পানির নিরাপদ সীমার নিম্নে হইতে পানি উত্তোলন করিবে কিনা;

(ঙ) প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পানি ব্যবহার সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে কিনা;

(চ) প্রকল্পটি বিদ্যমান পানি অধিকারের সহিত সাংঘর্ষিক কিনা;

(ছ) প্রকল্পটি পানি আহরণের পর উহা পুনর্ভরনের কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা;

(জ) প্রকল্পটি হইতে নির্গমিত পানি পরিবেশ ও ভূপরিস্থ পানির উপর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলিবে কিনা;

(ঝ) সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা; এবং

(ঞ) মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য যে কোনো বিষয়।

(১১) মহাপরিচালক, সময়ে সময়ে এবং প্রয়োজনীয়তার নিরিখে দাপ্তরিক আদেশ দ্বারা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা এবং পানি সম্পদ প্রকৌশল বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মনোনীত প্রতিনিধি, পেশাজীবী এবং বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে কারিগরি কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(১২) উপ-বিধি (২) এবং (৩) এর অধীন কোনো আবেদন পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত পদ্ধতিতে সরাসরি দাখিল করা যাইবে।

(১৩) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক আবেদনপত্রটি মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে **ফরম ৪** এ আবেদনকারীর নিকট হইতে একটি অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করিবেন এবং আবেদনকারীর অনুকূলে **ফরম ৫.১২** এ অনাপত্তি পত্র ইস্যু করিবে।

(১৪) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার পূর্বানুমতি ব্যতীত অনাপত্তিপত্রটি হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(১৫) যে ক্ষেত্রে এই বিধিমালার অধীন অনাপত্তি গ্রহণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে অষ্টম অধ্যায়ের অধীন কোনো ছাড়পত্র গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না।

একাদশ অধ্যায়

জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যবস্থাপনা

৩৪। **জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকরণ।**—(১) ধারা ২০ এর অধীন কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক, কোনো জলাধারে, তীরবর্তী হউক বা না হউক, স্থাপনা নির্মাণ করিয়া বা জলাধার ভরাট করিয়া বা জলাধার হইতে মাটি বা বালু উত্তোলন করিয়া জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ বা উহার প্রবাহে বাধা সৃষ্টি বা উহার গতিপথ পরিবর্তন করিতে হইলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন অনুমতি গ্রহণের জন্য আবেদনকারীকে **ফরম ১৫** অনুসারে ৩ (তিন) প্রস্থে আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদনকারীকে, ফি পরিশোধ সাপেক্ষে, আবেদন ফরমে নির্দিষ্টকৃত তথ্য ও দলিলাদিসহ আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এবং (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ—

(ক) আবেদনকারীর নিকট আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য যে কোনো তথ্য যাচনা করিতে পারিবে; বা

(খ) আবেদন বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় বা প্রযোজ্য নহে এইরূপ কোনো তথ্য সরবরাহ করা হইতে আবেদনকারীকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উহা রেজিস্টারে এন্ট্রির ব্যবস্থা করিয়া একটি ক্রমিক নম্বর প্রদান ও প্রাপ্তি স্বীকার করিবে।

(৬) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আবেদনের সম্পূর্ণতা বা অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

(৭) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার কারিগরি কমিটির নিকট যাচাই বাছাইয়ের জন্য প্রেরণ করিবে।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর অধীন যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কারিগরি কমিটি নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করিবে—

(ক) আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা;

(খ) প্রবাহমান কোনো নদী বা খালের সহিত প্লাবন ভূমির সংযোগ বন্ধ করিবে কিনা এবং তাহা প্রতিকারের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হইবে কিনা;

(গ) পার্শ্ববর্তী প্লাবন ভূমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করিবে কিনা;

(ঘ) পার্শ্ববর্তী জলাধার বা ভূপরিস্থ পানিতে কোনো দূষণ সৃষ্টি করিবে কিনা;

(ঙ) নেতিবাচক প্রভাব চিহ্নিত করিয়া উহা প্রতিকারের উপায়;

(চ) মহাপরিচালক কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত বিষয়সমূহ।

(৯) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন আবেদন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত পদ্ধতিতে সরাসরি বা অনলাইনেও দাখিল করা যাইবে।

(১০) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবেদনপত্রটি মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে আবেদনকারীর অনুকূলে **ফরম ১৬** এ অনুমতি পত্র ইস্যু করিতে হইবে।

(১১) আবেদনপত্রটি নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কারণ উল্লেখপূর্বক, **ফরম ১৭** এ আবেদনকারীকে আবেদনপত্রটি নামঞ্জুরের বিষয়টি অবহিত করিবে।

৩৫। পানি সংকটাপন্ন এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধান।—ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে বিভক্ত অঞ্চল পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষিত হইলে সেইক্ষেত্রে ধারা ১৮ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৩৬। **পানি মজুদকরণে বিধি-নিষেধ।**—(১) ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উল্লিখিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া কোনো জলস্রোতের প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম ধারকে পানি মজুদ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা;

(খ) প্রবাহমান কোনো নদী বা খালের সহিত প্লাবন ভূমির সংযোগ বন্ধ করিবে কিনা এবং তাহা প্রতিকারের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হইবে কিনা;

(গ) প্রবাহমান কোনো নদী বা খালের বিদ্যমান স্বাভাবিক প্রবাহকে বাঁধাগ্রস্ত করিবে কিনা;

(ঘ) পার্শ্ববর্তী প্লাবন ভূমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করিবে কিনা;

(ঙ) পার্শ্ববর্তী কোনো জলাধারকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশিত করিবে কিনা;

(চ) বিদ্যমান কোনো পানি ব্যবহার অধিকারের সহিত সাংঘর্ষিক কিনা;

(ছ) পার্শ্ববর্তী ভূপরিস্থ পানিতে কোনো দূষণ করিবে কিনা;

(জ) উপকূল ও অনুরূপ কোনো আধার বা স্থানের লবণাক্ততা বৃদ্ধি ঘটাইবে কিনা;

(ঝ) পানি মজুদকরণের প্রক্রিয়াটি জনগণের সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণমূলক কিনা; এবং

(ঞ) মহাপরিচালক কর্তৃক সময় সময় আরোপিত বিষয়সমূহ।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পানি মজুদকরণ কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুরক্ষা আদেশ দ্বারা বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

৩৭। **বন্যা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল ঘোষণার পদ্ধতি।**—(১) ধারা ২৫ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে মহাপরিচালক এই বিধিমালার বিধানাবলী অনুসরণক্রমে যে কোনো জলাভূমিকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহাপরিচালক বন্যার পানি প্রবাহের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণপূর্বক নদী, খাল, ও সিএস বা আরএস খতিয়ান বা মহানগর রেকর্ডে নিম্ন অঞ্চল হিসাবে শ্রেণিভুক্ত অববাহিকা (ক্যাচমেন্ট) এর প্রয়োজনীয় জরিপ ও চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করিবে এবং উহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি, মহাপরিচালকের পূর্বানুমতি ব্যতীত, বন্যার পানি প্রবাহিত অঞ্চলে কোনো স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করিতে পারিবে না।

(৪) নির্বাহী কমিটির পক্ষে মহাপরিচালক বন্যা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল সুরক্ষার জন্য সাধারণ ক্ষেত্রে, যথাযথ অনুসন্ধান, জরিপ ও কারিগরি সমীক্ষার মাধ্যমে সম্ভাব্য শর্তাবলীসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্বাহী কমিটির নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে এবং উক্ত অঞ্চলের মধ্য দিয়া বন্যার পানি প্রবাহে বাধা বা জলাধারে পানি প্রবাহ পরিবর্তনকারী যে কোনো কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে বা উক্ত কর্মকাণ্ডে শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

(৫) নির্বাহী কমিটির পক্ষে মহাপরিচালক বন্যা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল সুরক্ষার জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে আদেশ দ্বারা, উপ-বিধি (৬) এর বিধান সাপেক্ষে, উক্ত অঞ্চলের মধ্য দিয়া বন্যার পানি প্রবাহে বাধা বা জলাধারে পানি প্রবাহ পরিবর্তনকারী যে কোনো কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে বা উক্ত কর্মকাণ্ডে শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত নিষিদ্ধকরণ বা উক্তরূপ যেকোনো কর্মকাণ্ডের উপর শর্তারোপের নিমিত্তে নির্বাহী কমিটির পক্ষে মহাপরিচালক দ্রুত জরিপ ও কারিগরি অনুসন্ধান সম্পন্ন করিয়া নির্বাহী কমিটির সভাপতির অনুমোদন গ্রহণ করিবে এবং উহা ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিবে।

(৭) উপ-বিধি (৫) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা **ফরম ১৮** এবং **ফরম ১৯** অনুসারে শর্তারোপ করিতে পারিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়
সুরক্ষা আদেশ

৩৮। **সুরক্ষা আদেশ ইস্যুর পদ্ধতি।**—(১) ধারা ২৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নির্বাহী কমিটি নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে, কোনো ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রতি **'ফরম ৯.১'** দ্বারা সুরক্ষা আদেশ ইস্যু করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) ভূগর্ভস্থ পানি ধারক স্তর হইতে নিরাপদ আহরণ নিশ্চিতকরণ;

(খ) প্রতিপালন আদেশ বা অপসারণ আদেশ বা ছাড়পত্রের কোনো শর্ত লঙ্ঘন প্রতিরোধ;

(গ) আইন বা এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন প্রতিরোধ।

(২) নির্বাহী কমিটি সুরক্ষা আদেশে কোন কর্মকাণ্ড করা যাইবে বা যাইবে না উহা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিতকরণের জন্য প্রচার করিবে।

(৩) সুরক্ষা আদেশ ব্যক্তিগতভাবে বা পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংস্থার বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বা প্রশাসনিক প্রধানকে, যে নামেই অভিহিত হউক, অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইস্যু করা যাইবে অথবা তিনি বা তাহার প্রতিনিধি যেখানে বসবাস করেন বা ব্যবসা পরিচালনা করেন বা জীবিকা নির্বাহ করেন সেই স্থানের ঠিকানায় রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করিতে হইবে।

৩৯। **সুরক্ষা আদেশ ইস্যুর পূর্বে শুনানি।**—(১) নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সুরক্ষা আদেশ ইস্যুর পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা জনগণকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন শুনানি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে, নির্বাহী কমিটির পক্ষে মহাপরিচালক নিজে কিংবা পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ১ (এক) বা একাধিক কর্মকর্তার সমন্বয়ে কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত শুনানী, নির্বাহী কমিটির পক্ষে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) নির্বাহী কমিটির পক্ষে মহাপরিচালক কারণ উল্লেখপূর্বক **'ফরম ৯'** এ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে শুনানির নোটিশ জারি করিবে।

(৫) এই বিধিমালার অধীন অনুষ্ঠিত শুনানিতে অংশগ্রহণকারীগণ মৌখিক বা লিখিতভাবে বা উভয়ভাবে মতামত প্রদান করিতে পারিবে এবং মৌখিক মতামতের ক্ষেত্রে, নির্বাহী কমিটির পক্ষে মহাপরিচালক উক্তরূপ বক্তব্য বা মতামত বা উহার সারসংক্ষেপ যতদূর সম্ভব লিখিয়া রাখিবে বা লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবে।

(৬) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা জনগণ কর্তৃক উপ-বিধি (৫) এর অধীন প্রদত্ত বক্তব্য বা বিবৃতি নির্বাহী কমিটির পক্ষে মহাপরিচালক যাচাই-বাছাই বা পরীক্ষা করিবে এবং যদি নির্বাহী কমিটির পক্ষে মহাপরিচালকের নিকট উক্ত বক্তব্য বা বিবৃতি অসন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে নির্বাহী কমিটিকে অবহিত করিয়া উক্ত কমিটির পক্ষে মহাপরিচালক সুরক্ষা আদেশ ইস্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৪০। **সুরক্ষা আদেশ সম্পর্কিত প্রকাশনা।**—(১) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সুরক্ষা আদেশের বিষয়বস্তু জনগণের নিকট ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রচারিত গণবিজ্ঞপ্তি কমপক্ষে বহুল প্রচারিত ১ (এক) টি বাংলা ও ১ (এক) টি ইংরেজি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ করিতে হইবে এবং ক্ষেত্রমত, জাতীয় বেতার ও টেলিভিশন বা ১ (এক) টি বেসরকারি বেতার বা টেলিভিশন চ্যানেল বা উভয় চ্যানেলে প্রচার করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন গণবিজ্ঞপ্তি সার্কুলার, ক্যাপশন, স্ক্রোল বা, ক্ষেত্রমত, ভয়েস ম্যাসেজের আকারে প্রণয়ন করা যাইবে।

(৪) অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে গণবিজ্ঞপ্তিতে নিম্নবর্ণিত তথ্য বা বিবরণ থাকিবে, যথা:—

(ক) বিধান বা শর্তাবলী লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নাম-ঠিকানাসহ বিস্তারিত বিবরণ;

(খ) লঙ্ঘিত বিধান বা শর্তাবলীর বিবরণ;

(গ) কোনো কর্মকাণ্ড করা যাইবে বা কোনো কর্মকাণ্ড করা যাইবে না তৎসম্পর্কিত সুস্পষ্ট নির্দেশনা; এবং

(ঘ) দফা (গ) এ বর্ণিত কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখিবার বা কর্মকাণ্ড হইতে বিরত থাকিবার সময়সীমা।

৪১। **পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ।**—(১) ধারা ২৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত তথ্যাদি পরিবেশ অধিদপ্তর এবং অন্য যে কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস হইতে সংগ্রহ করিবে/করিতে পারিবে।

(২) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা পানি দূষণ ও পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সংগৃহীত তথ্যাদি বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন, সময় সময় নির্বাহী কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রতিপালন বা সুরক্ষা আদেশ লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা আরোপের পদ্ধতি

৪২। **অভিযোগের অনুসন্ধান পদ্ধতি।**—(১) ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হইলে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য উপ-বিধি (৩), বা ক্ষেত্রমত, উপ-বিধি (৪) এর অধীন কেন অনুসন্ধান কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হইবে না তৎসম্পর্কে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নোটিশ জারির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত জবাব পেশ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাহাকে তাহার লিখিত জবাব পেশ করিবার জন্য অতিরিক্ত ৭ (সাত) দিন সময় দিতে পারিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লিখিত জবাব পেশ করেন, সেইক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদির সাক্ষ্য প্রমাণসহ তাহার উক্ত জবাব বিবেচনা করিবে অনুরূপ বিবেচনার পর যদি নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিমত পোষণ করে যে,—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ নাই, তাহা হইলে উক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিবেন এবং তদ্‌নুসারে উক্ত কার্যধারা নিষ্পত্তি হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য ১ (এক) জন অনুসন্ধান কর্মকর্তা বা অনুরূপ একাধিক কর্মকর্তা সমন্বয়ে ১ (এক) টি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করিবে।

(৪) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লিখিত বিবৃতি পেশ না করেন, সেইক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হইবার তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উক্ত অভিযোগ অনুসন্ধান করিবার জন্য ১ (এক) জন অনুসন্ধান কর্মকর্তা বা অনুরূপ একাধিক কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করিবে।

(৫) উপ-বিধি (৩), বা ক্ষেত্রমত, উপ-বিধি (৪) এর অধীন কোনো অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হইলে, এই বিধিমালাতে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল বিধানাবলী অনুসন্ধান কমিটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৩), বা ক্ষেত্রমত, উপ-বিধি (৪) এর অধীন গঠিত অনুসন্ধান কমিটির কোনো সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে উহার কোনো কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত বাতিল হইবে না, কিংবা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৭) অনুসন্ধান কর্মকর্তা প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুনানী অনুষ্ঠান করিবে এবং কারণ লিপিবদ্ধ না করিয়া উক্ত শুনানী মুলতবী রাখিবে না।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন, সেই সকল অভিযোগ সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উক্ত অভিযোগের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বা গুরুত্বপূর্ণ দলিলী সাক্ষ্য বিবেচনা করা হইবে।

(৯) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার প্রতিপক্ষের সাক্ষ্যগণকে জেরা করিবার এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিবার এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য যে কোনো সাক্ষীকে হাজির করিতে পারিবে।

(১০) অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক লিখিত বক্তব্য কিংবা ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইয়া মৌখিক বক্তব্য প্রদান করিতে চাহিলে তাহাকে সুযোগ দিতে হইবে এবং তাহার প্রদত্ত বক্তব্য কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(১১) অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত জবাব এবং জবাবের সমর্থনে সকল দলিলাদি অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরে দাখিল করিতে হইবে।

(১২) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, কোনো নির্দিষ্ট সাক্ষীকে বা কোনো নির্দিষ্ট সাক্ষ্য তলব করিতে বা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবে।

(১৩) নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগের সমর্থনে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার নিকট বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য ১ (এক) জন উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

(১৪) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুসন্ধানের অগ্রগতিতে বাঁধা প্রদান বা বাঁধা প্রদানের চেষ্টা করিতেছে, তাহা হইলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই ব্যাপারে লিখিতভাবে সতর্ক করিয়া দিবেন; এবং ইহার পরও যদি দেখিতে পান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা অমান্য করিয়া উক্ত কাজ করিতেছে, তাহা হইলে তিনি সেই মর্মে তাহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ন্যায় বিচারের জন্য তিনি যেইরূপ সর্বোত্তম বলিয়া মনে করিবে সেইরূপে উক্ত অনুসন্ধান সমাপ্ত করিবেন।

(১৫) অনুসন্ধাকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণ অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার কর্তৃত্বের প্রতি অবমাননাকর, তাহা হইলে তিনি তৎসম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী ও পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বিষয়টি নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত মহাপরিচালক বা অন্য কোনো কর্মকর্তাকে অবহিত করিবে, অতঃপর নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পৃথকভাবে কার্যধারা সূচনা করিতে পারিবে।

(১৬) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা অনুসন্ধান সমাপ্তির পর ১০ (দশ) দিনের মধ্যে তাহার অনুসন্ধানের ফলাফল এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থ মূল্যে ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখপূর্বক একটি অনুসন্ধান প্রতিবেদন নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবে।

(১৭) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা সাক্ষীগণের প্রদত্ত বক্তব্য, প্রদর্শিত দলিলাদি ও অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক বক্তব্য পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বা নির্দোষ কিনা তাহা উল্লেখপূর্বক প্রতিটি অভিযোগের উপর মতামত প্রদান করিবেন।

(১৮) উপ-বিধি (১৭) এর অধীন প্রাপ্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরূদ্ধে আনীত অভিযোগটি প্রথমবারের মত অভিযোগ এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে জরিমানা প্রদানের ক্ষেত্রে সম্মত আছেন, তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই বিধিতে এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া উহা নিষ্পত্তি করিবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরূদ্ধে আনীত অভিযোগটি প্রথমবারের মত অভিযোগ কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে জরিমানা প্রদানে সম্মত নন, তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে লিখিত অভিযোগ দায়ের করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিবে এবং এইক্ষেত্রে ধারা ৩৩ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৪৩। **প্রতিপালন বা সুরক্ষা আদেশ লঙ্ঘন করিবার ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপের পদ্ধতি**—(১) যদি কোনো ব্যক্তি নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক আইনের অধীন প্রদত্ত প্রতিপালন বা সুরক্ষা আদেশ প্রথমবার লঙ্ঘন করিয়াছেন বা অবজ্ঞা করিয়াছেন মর্মে, বিধি ৪২ এর অধীন অনুষ্ঠিত অনুসন্ধানে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয় তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা—

(ক) অনুসন্ধান প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবেন এবং প্রস্তাবিত জরিমানার বিষয় উহাতে উল্লেখ করিবেন, এবং যে সকল অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগনামাটি প্রণীত হইয়াছে উহার বিবরণ এবং নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আদেশ প্রদানের সময়ে অন্য যে সকল ঘটনা বিবেচনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন তাহাও উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবেন;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর কপি সরবরাহ করিবেন;

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগনামা অবহিত করিবার পর ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে তিনি তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বিবৃতি পেশ এবং প্রস্তাবিত জরিমানা কেন তাহার উপর আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে কারণ দর্শাইবেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহাও উল্লেখ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাহাকে তাহার লিখিত জবাব পেশ করার জন্য অতিরিক্ত ১০ (দশ) দিন সময় দিতে পারিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য জবাব পেশ করেন, সেইক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদির সাক্ষ্য প্রমাণসহ তাহার উক্ত জবাব বিবেচনা করিবেন এবং অনুরূপ বিবেচনার পর নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি অভিমত পোষন করেন যে,—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ নাই, তাহা হইলে উক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিবেন এবং তদানুসারে উক্ত কার্যধারা নিষ্পত্তি হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ আছে, তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জরিমানা আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদেশ প্রাপ্তির অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আরোপিত জরিমানা সরকারি কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিয়া চালানের মূল কপি দাখিল করিবার জন্য লিখিতভাবে নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-বিধি ২ এর দফা (খ) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জরিমানার টাকা জমা প্রদানের মূল কপি প্রাপ্তির পর নির্বাহী কমিটি বা তৎর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জরিমানা আদায়ের বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রথমবার অপরাধের দায় অবলোপন করিয়া কার্যধারাটি নিষ্পত্তি করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আরোপিত জরিমানার টাকা জমা প্রদানে ব্যর্থ হইলে উক্ত জরিমানার টাকা সরকারি পাওনা হিসাবে Public Demands Recovery Act, 1913 (Act III of 1913) এর অধীন আদায়যোগ্য হইবে।

(৫) এই বিধিমালার অধীন অনুসন্ধান কার্যধারায় পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে এবং যে ক্ষেত্রে কোনো অনুসন্ধান কর্মকর্তা বা অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত করা হয় সেইক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তা বা কমিটির অনুসন্ধানের প্রতিবেদন যুক্তিসংগত কারণ সম্বলিত হইতে হইবে।

(৬) এই বিধির অধীন সকল অনুসন্ধান কার্যধারা গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৪। **জরিমানা আরোপের সীমা।**—যদি কোনো ব্যক্তি নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো প্রতিপালন বা সুরক্ষা আদেশ লঙ্ঘন করেন বা অবজ্ঞা করেন, তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তিকে, লঙ্ঘন বা অবজ্ঞার কারণে উদ্ভুত ক্ষতির মূল্যমানের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ বা ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে যাহা কম পরিমাণ হয়, জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

বিবিধ

৪৫। **আপিল।**—(১) কোনো আবেদন নামঞ্জুর বা প্রকল্প ছাড়পত্র বাতিল বা অনুমতিপত্র বা অনাপত্তিপত্র বাতিল করা হইলে, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত নামঞ্জুর বা বাতিলের আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে নিম্নে উল্লিখিত আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন, যথা:—

ক্রমিক নম্বর	আপিলের ধরণ	আপিল কর্তৃপক্ষ
১.	ইউনিয়ন কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে	উপজেলা কমিটি
২.	উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে	জেলা কমিটি
৩.	জেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৪.	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে	নির্বাহী কমিটি

(২) আপিল কর্তৃপক্ষ, তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও অনূর্ধ্ব ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করিবে এবং এতদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবে।

(৩) আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ আপিলের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৪৬। **অন্যান্য সংস্থার সহিত সমন্বয় সাধন ও সহযোগিতা স্থাপন।**—(১) মহাপরিচালক, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ ফরমে ও পদ্ধতিতে, প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার সহিত নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে, সমন্বয় সাধন ও সহযোগিতা স্থাপন করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানাবলির কার্যকারিতা ও প্রতিপালন নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য সম্পাদন; এবং

(খ) প্রকল্প কার্যক্রমের মনিটরিং ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহাপরিচালক বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার বাধাইকৃত বা অবাধাইকৃত সকল দলিলপত্র পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

৪৭। **অনুমতি, অনাপত্তি, প্রকল্পের ছাড়পত্র, নবায়ন ইত্যাদি ফি নির্ধারণ ও পরিশোধ পদ্ধতি।**—(১) অনুমতি, অনাপত্তি, প্রকল্প ছাড়পত্র বা উহা নবায়নের জন্য বা প্রত্যায়িত অনুলিপির জন্য প্রত্যেক আবেদনকারীকে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত হারে ফি পরিশোধপূর্বক আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ফি নির্ধারণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, সময় সময়, সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করিবে এবং উক্ত প্রস্তাব বিবেচনাক্রমে সরকার আদেশ দ্বারা কমিটি গঠন করিবে।

(৩) কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(৪) কমিটি উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ফিসহ পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ফি এবং সেবামূল্য নির্ধারণ ও হালনাগাদকরণের উদ্দেশ্যে, সময় সময়, সরকারকে সুপারিশ প্রদান করিবে।

(৫) আবেদনকারী, উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ফি মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকে পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের চালানের মাধ্যমে বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিশোধ করিবেন।

(৬) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা সুশাসনের উদ্দেশ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে এই বিধিমালার অধীন ফি পরিশোধ বা অনুরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ ডিজিটাল পদ্ধতির প্রচলন করিতে পারিবে।

৪৮। **জরিমানা আদায় পদ্ধতি।**—(১) ধারা ৪৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক আরোপিত জরিমানা বা নিরূপিত ব্যয় বা আইনের অধীন প্রাপ্য বকেয়া বা পাওনা পরিশোধের জন্য দায়ী হইবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এর অনুকূলে নির্ধারিত বা বরাদ্দকৃত কোডের মাধ্যমে কোনো তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিরূপিত অপসারণ ব্যয় আদায় করা যাইবে।

(৩) নিরূপিত অপসারণ ব্যয় পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন এবং পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের কপি পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রদান করিবেন।

(৪) পাওনা আদায় না হওয়া পর্যন্ত, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করিবার জন্য যে কোনো ব্যাংককে অনুরোধ করিতে পারিবে।

(৫) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক আরোপিত জরিমানা বা আইনের অধীন প্রাপ্য বকেয়া বা পাওনা সরকারি পাওনা হিসাবে Public Demands Recovery Act, 1913 (Act III of 1913) এর অধীন আদায়যোগ্য হইবে।

৪৯। **রেকর্ডপত্র পাবলিক ডকুমেন্ট হিসাবে বিবেচিত।**—(১) এই বিধিমালার অধীন প্রস্তুতকৃত, সরবরাহকৃত, রক্ষিত ও রক্ষণাবেক্ষণকৃত সকল দলিল, প্রতিবেদন, তথ্য-উপাত্ত ভাণ্ডার (Database) ও রেজিস্টার Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে পাবলিক ডকুমেন্ট হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত রেজিস্টার ব্যতীত সকল পাবলিক ডকুমেন্ট সরকার কর্তৃক নির্দেশিত মেয়াদের জন্য সংরক্ষণ এবং উক্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে, সময় সময়, উহা ধ্বংস করিবে।

৫০। **প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ রেজিস্টার বা নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ।**—(১) প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ, **ফরম ১০** এ এই বিধিমালায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে ইস্যুকৃত প্রকল্প ছাড়পত্রের জন্য দাখিলকৃত আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করিবে যাহাতে প্রকল্প ছাড়পত্রের জন্য দাখিলকৃত আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(২) প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ, উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নিবন্ধন বহির অতিরিক্ত, নিম্নবর্ণিত বিষয়ের তথ্য বা বিবরণাদি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) কারিগরি কমিটি (কারিগরি কমিটির নিবন্ধন বহি);

(খ) পরিদর্শকগণ (পরিদর্শকগণের নিবন্ধন বহি);

(গ) কারিগরি প্রতিবেদন (কারিগরি প্রতিবেদনের নিবন্ধন বহি);

(ঘ) অনুসন্ধান প্রতিবেদন (অনুসন্ধান প্রতিবেদনের নিবন্ধন বহি);

(ঙ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন (পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের নিবন্ধন বহি);

(চ) গণবিজ্ঞপ্তি (গণবিজ্ঞপ্তির নিবন্ধন বহি); এবং

(ছ) অন্যান্য নিবন্ধন বহি, প্রয়োজন হইলে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত নিবন্ধন বহিসমূহ প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবে।

(৪) প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ নিবন্ধন বহির যে কোনো ভুল সংশোধন করিতে পারিবে যদি তাহার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ভুল কোনো করণিক ভুল অথবা ভুলকারী কর্মচারীর তরফ হইতে উহা একটি অনিচ্ছাকৃত ভুল।

(৫) বিধি ৫১ এর উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ এই বিধিমালার অধীন সংরক্ষিত রেজিস্টার বা নিবন্ধন বহি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করিবে এবং কখনও ধ্বংস করিবে না।

৫১। **প্রকল্প ছাড়পত্রের প্রত্যায়িত কপি ইস্যুর ক্ষমতা।**—(১) এই বিধিমালার অধীন ইস্যুকৃত অনাপত্তি বা প্রকল্প ছাড়পত্রের প্রত্যায়িত কপির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা বিবরণসহ মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে **ফরম-১১** মোতাবেক প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা, উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর ফরমে প্রকল্প ছাড়পত্রের একটি অনুলিপি সরবরাহের ব্যবস্থা করিবে।

(৩) প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-বিধি (২) এর অধীন সরবরাহকৃত অনুলিপি Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) এর section 72 এর বিধান অনুসারে তাহার স্বাক্ষর প্রদান ও সীল মোহরাঙ্কিত করিয়া মূল কপির জাবেদা নকল হিসাবে প্রত্যায়িত করিবে এবং মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনকারীকে সরবরাহ করিবে।

৫২। **পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার প্রতিষ্ঠা ও তথ্য প্রাপ্তি।**—১) এই বিধিমালা প্রবর্তনের পর অনাপত্তি বা প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ, আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যথাশীঘ্র সম্ভব, পানি সম্পদের একটি নির্ভরযোগ্য কম্পিউটারাইজড তথ্য-উপাত্ত ভাণ্ডার (Database) প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করিবে।

(২) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অনাপত্তি বা প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারিবেন যাহাতে উহা পানি সম্পদ সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে উক্ত সংস্থার ডাটাবেইজ বা তথ্য ব্যবহার করিতে বা উহাতে অভিগম্যতা (access) লাভ করিতে পারে।

(৩) প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোনো ডাটা বা তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোনো ব্যক্তিকে ডাটা বা তথ্যের অনুলিপির জন্য নির্ধারিত ফি পরিশোধপূর্বক **ফরম ১২** তে আবেদন করিতে হইবে।

(৪) ধারা 88 এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, উপ-বিধি (৩) এর অধীন আবেদিত তথ্যের অনুলিপি **ফরম ১৩** তে একটি তথ্য ছকের মাধ্যমে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বা সময়ের মধ্যে প্রদান করিবেন।

তফসিল

ফরম-১

(নমুনা)

[বিধি ৮(৩) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।

স্মারক নং.......................... তারিখ..........................

প্রতি

....

(বিধান বা শর্ত লংঘনকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নাম-ঠিকানা)

প্রতিপালন আদেশ জারির পূর্বে নোটিশ

যেহেতু যথাযথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ইহা প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আপনি বা আপনার প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক বিধান/ সুরক্ষা আদেশের বা ছাড়পত্রের শর্ত প্রতিপালন বা অনুসরণ করিতেছেন না অথবা উহা লংঘন করিতেছেন বা অবজ্ঞা করিতেছেন, যথা:

(ক) লংঘিত বিধানাবলি বা শর্তের বর্ণনা (আইনের ধারা ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৪, ২৬, ইত্যাদি অথবা সুরক্ষা আদেশের বা ছাড়পত্রের শর্ত):.................
....

(খ) নির্বাহী কমিটি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো বিষয় বা তথ্য (যদি থাকে): ....

সেইহেতু বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কেন আপনার প্রতি প্রতিপালন আদেশ জারি করা হইবে না সেই সম্পর্কে বক্তব্য বা বিবৃতি যদি থাকে, উহাসহ লিখিত আকারে বা মৌখিক বক্তব্য প্রদানের জন্য আগামী..................তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণ করিবার অথবা ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিতির জন্য অনুরোধ করা হইল।

(ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর)
ও
সীলমোহর।

ফরম-১.১
(নমুনা)
[বিধি ৮(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।

আদেশ নং........................ তারিখ........................

প্রতি

....
(বিধান বা শর্ত লংঘনকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নাম-ঠিকানা)

প্রতিপালন আদেশ

যেহেতু, যথাযথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর (নির্বাহী কমিটি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) নিকট ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, আপনি বা আপনার প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর নিম্নবর্ণিত বিধান প্রতিপালন/অনুসরণ করিতেছেন না অথবা উহা লংঘন করিতেছেন বা লংঘনের চেষ্টা করিতেছেন;

এবং যেহেতু, আপনাকে (ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ) যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে এবং আপনার উপস্থাপিত বক্তব্য বিবেচনা করা হইয়াছে (যদি বক্তব্য উপস্থাপন করা হইয়া থাকে সেইক্ষেত্রে);

এবং যেহেতু, উপর্যুক্ত বিষয়াদি বিবেচনাক্রমে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আপনি বা আপনার প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর নিম্নবর্ণিত বিধান প্রতিপালন/অনুসরণ করিতেছেন না অথবা উহা লংঘন করিতেছেন বা লংঘনের চেষ্টা করিতেছেন;

সেইহেতু, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ... পঠিতব্য, নিম্নরূপ প্রতিপালন আদেশ জারি করিল:

(ক) লংঘিত বিধানাবলি বা শর্ত (আইনের ধারা ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৪, ২৬ ইত্যাদি অথবা সুরক্ষা আদেশ বা ছাড়পত্র বা অনাপত্তি পত্রের শর্ত): ....
....

(খ) লংঘিত বিধানাবলি বা শর্তের বিস্তারিত বিবরণ:...
....

(গ) প্রতিপালনের সময়সীমা: ....

(ঘ) নির্বাহী কমিটি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো বিষয় বা তথ্য: ....

(ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর)
ও
সীলমোহর।

ফরম-২

(নমুনা)

[বিধি ৯ (৪) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।

স্মারক নং.............................. তারিখ..........................

প্রতি

....

(বিধান বা শর্ত লংঘনকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নাম-ঠিকানা)

অপসারণ আদেশ জারির পূর্বে শুনানির নোটিশ

যেহেতু যথাযথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ইহা প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আপনি বা আপনার প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা পানি সম্পদের উপর নিম্নবর্ণিত স্থাপনা নির্মাণ বা ভরাট কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন বা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন যাহা জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে বা করিবে কিংবা উহার গতিপথ পরিবর্তন করিয়াছে বা করিবে, যথা:

(ক) অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ বা ভরাট কার্যক্রম গ্রহণ সম্পর্কিত বিবরণ: ....

(খ) নির্বাহী কমিটি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় বা তথ্য: ....

সেইহেতু বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কেন আপনার প্রতি অপসারণ আদেশ জারি করা হইবে না সেই সম্পর্কে বক্তব্য বা বিবৃতি যদি থাকে, উহাসহ লিখিত আকারে বা মৌখিক বক্তব্য প্রদানের জন্য আগামী..................তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণ করিবার অথবা ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিতির জন্য অনুরোধ করা হইল।

(ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার
স্বাক্ষর)
ও
সীলমোহর।

ফরম-২.১
(নমুনা)
[বিধি ৯ (১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।

আদেশ নং................................ তারিখ............................

অপসারণ আদেশ

যেহেতু, যথাযথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ইহা পরিলক্ষিত হইয়াছে যে, আপনি বা আপনার প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর বিধান লংঘন করিয়া পানি সম্পদের উপর নিম্নবর্ণিত স্থাপনা নির্মাণ বা ভরাট কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন, যাহার ফলে জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহে বাঁধার সৃষ্টি হইবে বা হইয়াছে/ জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তন করিবে বা করিয়াছে;

এবং যেহেতু, আপনাকে যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে এবং আপনার উপস্থাপিত বক্তব্য বিবেচনা করা হইয়াছে (যদি বক্তব্য উপস্থাপন করা হইয়া থাকে সেইক্ষেত্রে);

এবং যেহেতু, উপর্যুক্ত বিষয়াদি বিবেচনাক্রমে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আপনি বা আপনার প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর বিধান লংঘন করিয়া পানি সম্পদের উপর নিম্নবর্ণিত স্থাপনা নির্মাণ বা ভরাট কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন যাহার ফলে জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হইবে বা হইয়াছে/ জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তন করিবে বা করিয়াছে;

সেইহেতু, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ... পঠিতব্য, নিম্নরূপ অপসারণ আদেশ জারি করিল:

(ক) স্থাপনা নির্মাণকারী বা ভরাট কার্যক্রম গ্রহণকারী ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানাসহ পূর্ণাঙ্গ বিবরণ.....................

(খ) অবৈধ স্থাপনা বা ভরাট বা ক্ষতিকর হাইড্রলিক অবকাঠামো (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) স্থান: জেলা..........., উপজেলা.........,ইউনিয়ন............,মৌজা ....

(গ) অবৈধ স্থাপনা বা ভরাট বা ক্ষতিকর হাইড্রলিক অবকাঠামো (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সম্পর্কিত বিবরণ:

(ঘ) অপসারণের সময়সীমা: ....

(ঙ) নির্বাহী কমিটি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় বা তথ্য: ....

(চ) অপসারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অপসারণ ব্যয় নির্বাহ.............

(ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর)
ও
সীলমোহর।

প্রতি

....
(বিধান বা শর্ত লংঘনকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নাম-ঠিকানা)

ফরম-৩.১
(নমুনা)
[বিধি ২০(১)(ক) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্রের জন্য আবেদন
(বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা প্রকল্প)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ প্রকল্প

মাধ্যম: মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, ...শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে ইচ্ছুক, এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানাইয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করিতেছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। **সাধারণ তথ্য:**

(১) প্রকল্প শিরোনাম
(২) প্রকল্পের পূর্ব ইতিহাস ও যৌক্তিকতা
(৩) প্রকল্পের লক্ষ্য
(৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য
(৫) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে প্রকল্পের সীমানা)

খ। **কারিগরি তথ্য:**

(১) বেজলাইন সম্পর্কিত তথ্য বা অবস্থা পর্যালোচনা
(২) ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ বা সমস্যা
(৩) প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারগণের সহিত আলাপ-আলোচনা
(৪) উদ্দেশ্য পূরণের অপশনসমূহ বিশ্লেষণ
(৫) ডিজাইন (প্রয়োজন হইলে)
(৬) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব
(৭) অপশন সুপারিশ
(৮) অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ

গ। **দলিল প্রতিপালন:**

(১) জাতীয় পানি নীতি
(২) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা
(৩) সপ্তম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা (SFYP) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)
(৪) অন্যান্য (যেমন, উপকূল অঞ্চল নীতি, কৃষি নীতি ইত্যাদি, প্রযোজ্য হইলে)

ঘ। **প্রশাসনিক:**

(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অনাপত্তি পত্র (NOC) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে চালান বা ব্যাংক ড্রাফ্ট বা পে-অর্ডার নম্বর (প্রযোজ্য হইলে)

আমি বা আমরা হলফ করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৩.২
(নমুনা)
[বিধি ২০(১)(খ) দ্রষ্টব্য]

প্রকল্প ছাড়পত্র সনদের জন্য আবেদন
(ভূপরিস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকল্প বা প্রকল্পের অংশবিশেষ)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যম: মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, ...শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে ইচ্ছুক, এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানাইয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করিতেছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। সাধারণ তথ্য:

(১) প্রকল্প শিরোনাম
(২) প্রকল্পের পূর্ব ইতিহাস ও যৌক্তিকতা
(৩) প্রকল্পের লক্ষ্য
(৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য
(৫) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে প্রকল্পের সীমানা)

খ। কারিগরি তথ্য:

(১) বেইজলাইন সম্পর্কিত তথ্য বা অবস্থা পর্যালোচনা
(২) ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ বা সমস্যা
(৩) জিডব্লিউ ও এনডব্লিউ এর ব্যবহার বিশ্লেষণ (ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে, পরিমাণ ও গুণাগুনসহ পানির প্রাপ্যতা)
(৪) প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারগণের সহিত আলাপ-আলোচনা
(৫) অপশনসমূহ বিশ্লেষণ
(৬) ডিজাইন (প্রয়োজন হইলে)
(৭) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব
(৮) অপশন সুপারিশ
(৯) অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ

বিঃদ্রঃ: টিসি কর্তৃক প্রণীত এবং ইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাইডলাইন

গ। দলিল প্রতিপালন:

(১) জাতীয় পানি নীতি
(২) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা
(৩) সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (SFYP) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)
(৪) অন্যান্য (যেমন, উপকূল অঞ্চল নীতি, কৃষি নীতি ইত্যাদি, প্রযোজ্য হইলে)

ঘ। প্রশাসনিক:

(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে অনাপত্তি পত্র (NOC) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে চালান বা ব্যাংক ড্রাফ্‌ট বা পে-অর্ডার নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আমি বা আমরা হলফ করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৩.৩
(নমুনা)
[বিধি ২০(১)(গ) দ্রষ্টব্য]

প্রকল্প ছাড়পত্র সনদের জন্য আবেদন
(ভূপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ প্রকল্প)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যম: মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, ...শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে ইচ্ছুক এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানাইয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করিতেছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। **সাধারণ তথ্য:**

(১) প্রকল্প শিরোনাম
(২) প্রকল্পের পূর্ব ইতিহাস ও যৌক্তিকতা
(৩) প্রকল্পের লক্ষ্য
(৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য
(৫) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে প্রকল্পের সীমানা)

খ। **কারিগরি তথ্য:**

(১) বেইজলাইন সম্পর্কিত তথ্য বা অবস্থা পর্যালোচনা
(২) ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ বা সমস্যা
(৩) পানির প্রাপ্যতা বিশ্লেষণ (পরিমাণ ও গুণাগুণসহ জিডব্লিউ ও এনডব্লিউ)
(৪) প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারগণের সহিত আলাপ-আলোচনা
(৫) অপশনসমূহ বিশ্লেষণ
(৬) অপশন সুপারিশ
(৭) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব
(৮) ডিজাইন (প্রয়োজন হইলে)
(৯) অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ

বিঃদ্রঃ: টিসি কর্তৃক প্রণীত এবং ইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাইডলাইন

গ। **দলিল প্রতিপালন:**

(১) জাতীয় পানি নীতি
(২) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা
(৩) সপ্তম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা (SFYP) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)
(৪) অন্যান্য (যেমন, উপকূল অঞ্চল নীতি, কৃষি নীতি ইত্যাদি, প্রযোজ্য হইলে)

ঘ। **প্রশাসনিক:**

(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে অনাপত্তি পত্র (NOC) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে চালান বা ব্যাংক ড্রাফ্‌ট বা পে-অর্ডার নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আমি বা আমরা হলফ করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৩.৪
(নমুনা)
[বিধি ২০(১)(ঘ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্রের জন্য আবেদন
(হাইড্রলিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যম: মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, ... শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে ইচ্ছুক, এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানাইয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করিতেছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। **সাধারণ তথ্য:**

(১) প্রকল্প শিরোনাম
(২) প্রকল্পের পূর্ব ইতিহাস ও যৌক্তিকতা
(৩) প্রকল্পের লক্ষ্য
(৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য
(৫) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে প্রকল্পের সীমানা)

খ। **কারিগরি তথ্য:**

(১) বেইজলাইন সম্পর্কিত তথ্য বা অবস্থা পর্যালোচনা
(২) ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ বা সমস্যা
(৩) প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারগণের সহিত আলাপ-আলোচনা
(৪) অপশনসমূহ বিশ্লেষণ
(৫) ডিজাইন (প্রয়োজন হইলে)
(৬) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব
(৭) সুপারিশ
(৮) প্রশমন পরিকল্পনা (যদি থাকে)
(৯) অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ

বিঃদ্রঃ: টিসি কর্তৃক প্রণীত এবং ইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাইডলাইন

গ। **দলিল প্রতিপালন:**

(১) জাতীয় পানি নীতি
(২) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা
(৩) সপ্তম পঞ্চ বার্ষিকি পরিকল্পনা (SFYP) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)
(৪) অন্যান্য (যেমন, উপকূল অঞ্চল নীতি, কৃষি নীতি ইত্যাদি, প্রযোজ্য হইলে)

ঘ। **প্রশাসনিক:**

(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে অনাপত্তি পত্র (NOC) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে চালান বা ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আমি বা আমরা হলফ করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৩.৫
(নমুনা)
[বিধি ২০(১)(ঙ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্রের জন্য আবেদন
(ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রকল্প)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যম: মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, ...শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে ইচ্ছুক এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানাইয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করিতেছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। **সাধারণ তথ্য:**

(১) প্রকল্প শিরোনাম
(২) প্রকল্পের পূর্ব ইতিহাস ও যৌক্তিকতা
(৩) প্রকল্পের লক্ষ্য
(৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য
(৫) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে প্রকল্পের সীমানা)

খ। **কারিগরি তথ্য:**

(১) বেইজলাইন সম্পর্কিত তথ্য বা অবস্থা পর্যালোচনা
(২) ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ বা সমস্যা
(৩) প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারগণের সহিত আলাপ-আলোচনা
(৪) অপশনসমূহ বিশ্লেষণ
(৫) ডিজাইন (প্রয়োজন হইলে)
(৬) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব
(৭) সুপারিশ
(৮) প্রশমন পরিকল্পনা (যদি থাকে)
(৯) অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ

বিঃদ্রঃ: টিসি কর্তৃক প্রণীত এবং ইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাইডলাইন

গ। **দলিল প্রতিপালন:**

(১) জাতীয় পানি নীতি
(২) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা
(৩) সপ্তম পঞ্চ বার্ষিকি পরিকল্পনা (SFYP) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)
(৪) অন্যান্য (যেমন, উপকূল অঞ্চল নীতি, কৃষি নীতি ইত্যাদি, প্রযোজ্য হইলে)

ঘ। **প্রশাসনিক:**

(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে অনাপত্তি পত্র (NOC) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে চালান বা ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আমি বা আমরা হলফ করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৩.৬
(নমুনা)
[বিধি ২০(১)(চ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্রের জন্য আবেদন
(বন্যা প্লাবিত সমতলভূমি বা জলাভূমি উন্নয়ন প্রকল্প)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যম: মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, ...শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে ইচ্ছুক এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানাইয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করিতেছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। **সাধারণ তথ্য:**

(১) প্রকল্প শিরোনাম
(২) প্রকল্পের পূর্ব ইতিহাস ও যৌক্তিকতা
(৩) প্রকল্পের লক্ষ্য
(৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য
(৫) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে প্রকল্পের সীমানা)

খ। **কারিগরি তথ্য:**

(১) বেজলাইন সম্পর্কিত তথ্য বা অবস্থা পর্যালোচনা
(২) ভূমি ব্যবহার ম্যাপ (অনুমোদিত, যেমন রাজউক, ইত্যাদি)
(৩) ভূমি ব্যবহার নকশা বা পরিকল্পনা
(৪) বন্যার পানি বাহিত এলাকার উপর প্রভাব
(৫) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব

বিঃদ্রঃ: টিসি কর্তৃক প্রণীত এবং ইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাইডলাইন

গ। **দলিল প্রতিপালন:**

(১) জাতীয় পানি নীতি
(২) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা
(৩) সপ্তম পঞ্চ বার্ষিকি পরিকল্পনা (SFYP) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)
(৪) অন্যান্য (যেমন, উপকূল অঞ্চল নীতি, কৃষি নীতি ইত্যাদি প্রযোজ্য হইলে)

আমি বা আমরা হলফ করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৩.৭
(নমুনা)
[বিধি ২০(১)(ছ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্রের জন্য আবেদন
(শিল্পের জন্য ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার প্রকল্প)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যম: মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, ...শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে ইচ্ছুক এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানাইয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করিতেছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। **সাধারণ তথ্য:**

(১) প্রকল্প শিরোনাম
(২) প্রকল্পের পূর্ব ইতিহাস ও যৌক্তিকতা
(৩) প্রকল্পের লক্ষ্য
(৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য
(৫) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে প্রকল্পের সীমানা)

খ। **কারিগরি তথ্য:**

(১) বেইজলাইন সম্পর্কিত তথ্য
(২) পানির প্রাপ্যতা (ভূগর্ভস্থ পানি বা ভূপরিস্থ পানি)
(৩) ব্যবহারের উদ্দেশ্য (ভূগর্ভস্থ পানি বা ভূপরিস্থ পানি)
(৪) ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার (ব্যবহার করা হইলে, পরিমাণ ও গুণমান)
(৫) পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব
(৮) প্রশমন পরিকল্পনা

বিঃদ্রঃ: টিসি কর্তৃক প্রণীত এবং ইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাইডলাইন

গ। **দলিল প্রতিপালন:**

(১) জাতীয় পানি নীতি

ঘ। **প্রশাসনিক:**

(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে অনাপত্তি পত্র (NOC) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে চালান বা ব্যাংক ড্রাফ্‌ট বা পে-অর্ডার নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আমি বা আমরা হলফ করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৩.৮
(নমুনা)
[বিধি ২০(১)(জ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্রের জন্য আবেদন
(নদী তীর সংরক্ষণ বা নদী শাসন প্রকল্প)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যম: মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, ...শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে ইচ্ছুক এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানাইয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করিতেছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। সাধারণ তথ্য:

(১) প্রকল্প শিরোনাম
(২) প্রকল্পের পূর্ব ইতিহাস ও যৌক্তিকতা
(৩) প্রকল্পের লক্ষ্য
(৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য
(৫) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে প্রকল্পের সীমানা)

খ। কারিগরি তথ্য:

(১) বেইজলাইন সম্পর্কিত তথ্য বা অবস্থা পর্যালোচনা
(২) রিভার মর্ফোলজি
(৩) রিভার হাইড্রোলজি
(৪) প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারগণের সহিত আলাপ-আলোচনা
(৫) অপশনসমূহ বিশ্লেষণ
(৬) ডিজাইন (প্রয়োজন হইলে)
(৭) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব
(৮) অপশন সুপারিশ
(৯) অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ

বিঃদ্রঃ: টিসি কর্তৃক প্রণীত এবং ইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাইডলাইন

গ। দলিল প্রতিপালন:

(১) জাতীয় পানি নীতি
(২) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা
(৩) সপ্তম পঞ্চ বার্ষিকি পরিকল্পনা
(৪) অন্যান্য (যেমন, উপকূল অঞ্চল নীতি, প্রযোজ্য হইলে)

ঘ। প্রশাসনিক:

(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে অনাপত্তি পত্র (NOC) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে চালান বা ব্যাংক ড্রাফ্ট বা পে-অর্ডার নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আমি বা আমরা হলফ করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৩.৯
(নমুনা)
[বিধি ২০(১)(ঝ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্রের জন্য আবেদন
(নদী খনন বা ড্রেজিং প্রকল্প)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যম: মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, ...শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে ইচ্ছুক এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানাইয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করিতেছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। **সাধারণ তথ্য:**
(১) প্রকল্প শিরোনাম
(২) প্রকল্পের পূর্ব ইতিহাস ও যৌক্তিকতা
(৩) প্রকল্পের লক্ষ্য
(৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য
(৫) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে প্রকল্পের সীমানা)

খ। **কারিগরি তথ্য:**
(১) বেইজলাইন সম্পর্কিত তথ্য বা অবস্থা পর্যালোচনা
(২) রিভার মর্ফোলজি ও রিভার হাইড্রোলজি স্ট্যাটাস
(৩) প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারগণের সহিত আলাপ-আলোচনা
(৪) ড্রেজিং পরিকল্পনা
(৫) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব
(৬) অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ

বিঃদ্রঃ: টিসি কর্তৃক প্রণীত এবং ইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাইডলাইন

গ। **দলিল প্রতিপালন:**
(১) জাতীয় পানি নীতি
(২) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা
(৩) সপ্তম পঞ্চ বার্ষিকি পরিকল্পনা (SFYP) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)
(৪) অন্যান্য (যেমন, উপকূল অঞ্চল নীতি, কৃষি নীতি ইত্যাদি, প্রযোজ্য হইলে)

ঘ। **প্রশাসনিক:**
(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে অনাপত্তি পত্র (NOC) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে চালান বা ব্যাংক ড্রাফ্ট বা পে-অর্ডার নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আমি বা আমরা হলফ করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৩.১০
(নমুনা)
[বিধি ২০(১)(ঞ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্রের জন্য আবেদন
(খাল খনন বা পুনঃখনন প্রকল্প)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যম: মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, ...শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে ইচ্ছুক এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানাইয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করিতেছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। **সাধারণ তথ্য:**
- (১) প্রকল্প শিরোনাম
- (২) প্রকল্পের পূর্ব ইতিহাস ও যৌক্তিকতা
- (৩) প্রকল্পের লক্ষ্য
- (৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য
- (৫) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে প্রকল্পের সীমানা)

খ। **কারিগরি তথ্য:**
- (১) বেইজলাইন সম্পর্কিত তথ্য বা অবস্থা পর্যালোচনা
- (২) ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ বা সমস্যা
- (৩) পানির প্রাপ্যতা বা ড্রেইনেজ বিশ্লেষণ
- (৩) স্টেকহোল্ডারগণের সহিত আলাপ-আলোচনা
- (৪) অপশনসমূহ বিশ্লেষণ
- (৫) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব
- (৭) সুপারিশকৃত অপশন
- (৮) অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ

বিঃদ্রঃ: টিসি কর্তৃক প্রণীত এবং ইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাইডলাইন

গ। **দলিল প্রতিপালন:**
- (১) জাতীয় পানি নীতি
- (২) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা
- (৩) সপ্তম পঞ্চ বার্ষিকি পরিকল্পনা (SFYP) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)
- (৪) অন্যান্য (যেমন, উপকূল অঞ্চল নীতি, কৃষি নীতি ইত্যাদি প্রযোজ্য হইলে)

ঘ। **প্রশাসনিক:**
- (১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে অনাপত্তি পত্র (NOC) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- (২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে চালান বা ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আমি বা আমরা হলফ করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৩.১১
(নমুনা)
[বিধি ২০(১)(ট) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্রের জন্য আবেদন
(ভূপরিস্থ পানিতে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যম: মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, ...শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে ইচ্ছুক, এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানাইয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করিতেছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। **সাধারণ তথ্য:**

(১) প্রকল্প শিরোনাম
(২) প্রকল্পের পূর্ব ইতিহাস ও যৌক্তিকতা
(৩) প্রকল্পের লক্ষ্য
(৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য
(৫) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে প্রকল্পের সীমানা)

খ। **কারিগরি তথ্য:**

(১) বেইজলাইন সম্পর্কিত তথ্য বা অবস্থা পর্যালোচনা
(২) ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ বা সমস্যা
(৩) পানির প্রাপ্যতা
(৩) স্টেকহোল্ডারগণের সহিত আলাপ-আলোচনা
(৪) অপশনসমূহ বিশ্লেষণ
(৫) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব
(৭) সুপারিশকৃত অপশন
(৮) অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ

বিঃদ্রঃ: টিসি কর্তৃক প্রণীত এবং ইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাইডলাইন

গ। **দলিল প্রতিপালন:**

(১) জাতীয় পানি নীতি
(২) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা
(৩) সপ্তম পঞ্চ বার্ষিকি পরিকল্পনা (SFYP) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)
(৪) অন্যান্য (যেমন, উপকূল অঞ্চল নীতি, কৃষি নীতি ইত্যাদি, প্রযোজ্য হইলে)

ঘ। **প্রশাসনিক:**

(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে অনাপত্তি পত্র (NOC) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে চালান বা ব্যাংক ড্রাফ্‌ট বা পে-অর্ডার নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আমি বা আমরা হলফ করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৩.১২
(নমুনা)
[বিধি ৩৩(২) দ্রষ্টব্য]

ভূগর্ভস্থ পানি আহরণ/ব্যবহার/সরবরাহ/সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অংশবিশেষ প্রকল্পের জন্য অনাপত্তির জন্য আবেদন
(তিন প্রস্থ জমা দিতে হইবে)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যম: মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, ভূগর্ভস্থ পানি আহরণ/ব্যবহার/সরবরাহ/অংশবিশেষ প্রকল্পের অনাপত্তি পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানাইয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করিতেছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক. সাধারণ তথ্য:

(১) প্রকল্পের শিরোনাম
(২) নলকূপের বিবরণ
(৩) ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
(৪) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিও কোডসহ থানা ব্যাচ ম্যাপে নলকূপের স্থান/প্রকল্পের সীমানা)

খ. কারিগরি তথ্য

(১) পানি উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা (কিউসেক)
(২) ব্যবহৃত মটরের ক্ষমতা (অশ্ব শক্তি)
(৩) নলকূপের গভীরতা (ফুট)
(৪) নলকূপে ব্যবহৃত পাইপের ব্যাস (ইঞ্চি)
(৫) প্রতিদিন পানি উত্তোলনের পরিমাণ (ঘণমিটার/দিন)
(৬) পরিত্যক্ত বা নির্গমিত পানির স্থানের বিবরণ
(৭) নিকটস্থ নলকূপের বিবরণ (স্থান, ধরন, দূরত্ব, অশ্ব শক্তি)
(৮) নিকটস্থ ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতার বিবরণ

গ. দালিলিক প্রতিপালন সম্পর্কিত তথ্য (গভীর নলকূপের ক্ষেত্রে)

(১) জাতীয় পানি নীতি অনুসৃত হয়েছে কিনা
(২) জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা
(৩) বিদ্যমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের সহিত সংগতিপূর্ণ কিনা
(৪) টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক কিনা
(৫) আবেদনকারী প্রতিপালন আদেশ, অপসারণ আদেশ ও সুরক্ষা আদেশ এর শর্ত ভঙ্গকারী কিনা

ঘ. প্রশাসনিক তথ্য

(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(২) পানির মূল্য পরিশোধের বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আমি বা আমরা হলফ করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনপত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৪
(নমুনা)
[বিধি ২৩(৪) ও ৩৩(১৩) দ্রষ্টব্য]

অঙ্গীকারনামা

(অনাপত্তি এবং প্রকল্প ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)
(যথাযথ স্টাম্প কাগজে)

আমি, ... (ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রধান নির্বাহী বা প্রশাসনিক প্রধানকে যে নামেই অভিহিত হউক), আবাসিক বা অফিসের ঠিকানা..., এতদ্দারা এই মর্মে অঙ্গীকার, ঘোষণা ও শপথ করিতেছি যে,

১। আমি বা আমরা বা কোম্পানি বা সংস্থা .... (প্লট বা সীমানা দ্বারা ভূমির বর্ণনা) এর আঙ্গিনা বা ইমারতের মালিক।

২। আমি বা আমরা, আইন ও বিধি-বিধান দ্বারা আরোপিত বিধি-নিষেধ ও ছাড়পত্রের শর্ত সাপেক্ষে পানীয় বা গৃহস্থালী বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে (ভূগর্ভস্থ বা ভূপরিস্থ) পানি সম্পদ ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক।

৩। আমি বা আমরা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও পানি সম্পদ সম্পর্কিত আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং আমি বা আমরা নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশনা এবং আইন ও তদোধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানাবলি এবং ছাড়পত্রের শর্তাদি প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিব মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি।

৪। নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো নির্দেশনা প্রদান করা হইলে, আমি বা আমরা উহা প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিব, অন্যথায় আইনগতভাবে দায়ী থাকিব।

৫। আমি বা আমরা ছাড়পত্রের বিপরীতে ব্যবহৃত পানি সম্পদ পরিদর্শন ও মনিটরিং করিবার ক্ষেত্রে পরিদর্শককে সার্বিক সহায়তা প্রদান করিব।

৬। আমি বা আমরা নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশনা লংঘন, ব্যত্যয় বা ভঙ্গ করিবার জন্য আইনগতভাবে দায়ী থাকিব।

সত্যায়ন বা যাচাই

অদ্য .... তারিখে ....ঘটিকায় এই মর্মে প্রত্যায়ন করিতেছি যে, আমার বা আমাদের বিশ্বাস ও জানামতে এই অঙ্গীকারনামায় বর্ণিত বিষয়াদি সত্য ও নির্ভুল।

সাক্ষী

অঙ্গীকার প্রদানকারীর স্বাক্ষর

ফরম-৫.১
(নমুনা)
[বিধি ২৩(৪)(ক) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।

ছাড়পত্র নং..................................... **তারিখ.........................**

প্রতি

....
(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প ছাড়পত্র
(বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প)

আপনার বা আপনাদের আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহি কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বা আপনাদের বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হইল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে ইহা ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ২(দুই) বৎসর।

(খ) ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়ন করিতে হইবে।

(গ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘিত হইলে প্রকল্প ছাড়পত্রটি বাতিলযোগ্য হইবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতীত ছাড়পত্র হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘন করা হইলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৫.২
(নমুনা)
[বিধি ২৩(৪)(খ) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।

ছাড়পত্র নং.. তারিখ......................

প্রতি

....
(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প ছাড়পত্র
(ভূপরিস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকল্প বা প্রকল্পের অংশবিশেষ)

আপনার বা আপনাদের আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বা আপনাদের বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হইল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে ইহা ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ২(দুই) বৎসর।

(খ) ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়ন করিতে হইবে।

(গ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘিত হইলে প্রকল্প ছাড়পত্র টি বাতিলযোগ্য হইবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতীত ছাড়পত্র হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘন করা হইলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদণ্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৫.৩
(নমুনা)
[বিধি ২৩(৪)(গ) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।

ছাড়পত্র নং....................................... তারিখ..........................

প্রতি

....
(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প ছাড়পত্র

(ভূপরিস্থ পানি দ্বারা **সেচ প্রকল্প**)

আপনার বা আপনাদের আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বা আপনাদের বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হইল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে ইহা ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ২(দুই) বৎসর।

(খ) ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়ন করিতে হইবে।

(গ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘিত হইলে প্রকল্প ছাড়পত্র টি বাতিলযোগ্য হইবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতীত ছাড়পত্র হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘন করা হইলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদণ্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৫.৪
(নমুনা)
[বিধি ২৩(৪)(ঘ) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীণরোড, ঢাকা।

ছাড়পত্র নং............................... **তারিখ..........................**

প্রতি

....
(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প ছাড়পত্র
(হাইড্রোলিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প)

আপনার বা আপনাদের আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বা আপনাদের বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হইল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে ইহা ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ২(দুই) বৎসর।

(খ) ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়ন করিতে হইবে।

(গ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘিত হইলে প্রকল্প ছাড়পত্র টি বাতিলযোগ্য হইবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতীত ছাড়পত্র হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘন করা হইলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৫.৫
(নমুনা)
[বিধি ২৩(৪)(ঙ) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।

ছাড়পত্র নং...................... **তারিখ......................**

প্রতি

....
(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প ছাড়পত্র
(বন্যা প্লাবিত সমতলভূমি বা জলাভূমি উন্নয়ন প্রকল্প)

আপনার বা আপনাদের আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বা আপনাদের বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হইল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে ইহা ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ২(দুই) বৎসর।

(খ) ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়ন করিতে হইবে।

(গ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘিত হইলে প্রকল্প ছাড়পত্র টি বাতিলযোগ্য হইবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতীত ছাড়পত্র হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘন করা হইলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৫.৬
(নমুনা)
[বিধি ২৩(৪)(চ) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।

ছাড়পত্র নং.............................. **তারিখ.......................**

প্রতি

....
(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প ছাড়পত্র
(পানি সংরক্ষণ প্রকল্প)

আপনার বা আপনাদের আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বা আপনাদের বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হইল:

শর্তাদি:

(ক) ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে ইহা ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ২(দুই) বৎসর।

(খ) ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়ন করিতে হইবে।

(গ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘিত হইলে প্রকল্প ছাড়পত্র টি বাতিলযোগ্য হইবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতীত ছাড়পত্র হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘন করা হইলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৫.৭
(নমুনা)
[বিধি ২৩(৪)(ছ) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।

ছাড়পত্র নং...................... তারিখ......................

প্রতি

....
(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প ছাড়পত্র
(শিল্পের জন্য ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার প্রকল্প)

আপনার বা আপনাদের আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বা আপনাদের বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হইল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে ইহা ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ২(দুই) বৎসর।

(খ) ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়ন করিতে হইবে।

(গ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘিত হইলে প্রকল্প ছাড়পত্র টি বাতিলযোগ্য হইবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতীত ছাড়পত্র হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘন করা হইলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৫.৮
(নমুনা)
[বিধি ২৩(৪)(জ) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।

ছাড়পত্র নং.................................... তারিখ.......................

প্রতি

....
(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প ছাড়পত্র
(নদী তীর সংরক্ষণ বা নদী শাসন প্রকল্প)

আপনার বা আপনাদের আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বা আপনাদের বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হইল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে ইহা ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ২(দুই) বৎসর।

(খ) ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়ন করিতে হইবে।

(গ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘিত হইলে প্রকল্প ছাড়পত্রটি বাতিলযোগ্য হইবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতীত ছাড়পত্র হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘন করা হইলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৫.৯
(নমুনা)
[বিধি ২৩(৪)(ঝ) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।

ছাড়পত্র নং.............................. **তারিখ.........................**

প্রতি

....
(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প ছাড়পত্র
(নদী খনন বা ড্রেজিং প্রকল্প)

আপনার বা আপনাদের আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বা আপনাদের বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হইল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে ইহা ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ২(দুই) বৎসর।

(খ) ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়ন করিতে হইবে।

(গ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘিত হইলে প্রকল্প ছাড়পত্রটি বাতিলযোগ্য হইবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতীত ছাড়পত্র হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘন করা হইলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৫.১০
(নমুনা)
[বিধি ২৩(৪)(ঞ) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।

ছাড়পত্র নং... **তারিখ..........................**

প্রতি

....
(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প ছাড়পত্র
(খাল খনন বা পুনঃখনন প্রকল্প)

আপনার বা আপনাদের আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বা আপনাদের বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হইল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে ইহা ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ২(দুই) বৎসর।

(খ) ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়ন করিতে হইবে।

(গ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘিত হইলে প্রকল্প ছাড়পত্রটি বাতিলযোগ্য হইবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতীত ছাড়পত্র হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘন করা হইলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৫.১১
(নমুনা)
[বিধি ২৩(৪)(ট) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।

ছাড়পত্র নং..................................... **তারিখ.........................**

প্রতি

....
(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প ছাড়পত্র
(ভূপরিস্থ পানিতে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প)

আপনার বা আপনাদের আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বা আপনাদের বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হইল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে ইহা ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ২(দুই) বৎসর।

(খ) ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়ন করিতে হইবে।

(গ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘিত হইলে প্রকল্প ছাড়পত্রটি বাতিলযোগ্য হইবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতীত ছাড়পত্র হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘন করা হইলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৫.১২
(নমুনা)
[বিধি ৩৩(১৩) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।

ছাড়পত্র নং........................... তারিখ.......................

প্রতি

....
(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প অনাপত্তি পত্র

(ভূগর্ভস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকল্প বা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অংশবিশেষ)

আপনার বা আপনাদের আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বা আপনাদের বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প অনাপত্তি পত্র ইস্যু করা হইল:

শর্তাদি:

(ক) অনাপত্তি পত্রের মেয়াদ হইবে ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর।

(খ) অনাপত্তি পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়ন করিতে হইবে।

(গ) অনাপত্তি পত্রের কোন শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোন বিধান লংঘিত হইলে প্রকল্প অনাপত্তি পত্রটি বাতিলযোগ্য হইবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতীত অনাপত্তিপত্র হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) অনাপত্তি পত্রের কোন শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করা হইলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৬
(নমুনা)
[বিধি ২৩(৫) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীণরোড, ঢাকা।

নং........................... তারিখ.........................

প্রতি

....
(আবেদনকারীর নাম-ঠিকানা)

আবেদনপত্র নামঞ্জুরের আদেশ

আপনার বা আপনাদের আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনাকে বা আপনাদেরকে এই মর্মে অবহিত করা যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত কারণে ছাড়পত্রের জন্য দাখিলকৃত আপনার আবেদনপত্র নামঞ্জুর করা হইল, যথা:-

নামঞ্জুরের কারণসমূহ:

(ক) ....

(খ) ....

(গ) ....

(ঘ) ....

২। এই আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিধি ৪৬ এর অধীন ইহার বিরুদ্ধে আপিল করা যাইবে।

স্বাক্ষর ও সীলমোহর

ফরম-৭
[বিধি ৩১(২) দ্রষ্টব্য]

নলকূপ স্থাপনের নিমিত্তে অনাপত্তির জন্য আবেদন
(গভীর/অগভীর)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যম: মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, গভীর বা অগভীর নলকূপ স্থাপন করিয়া সাকশন পদ্ধতি/ফোর্সমোডে ভূগর্ভস্থ পানি ধারক স্তর হইতে পানি আহরণ/ব্যবহার/সরবরাহের উদ্দেশ্যে অনাপত্তি পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানাইয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করিতেছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা :

ক. সাধারন তথ্য:

(১) নূতন গভীর বা অগভীর নলকূপ স্থাপনের শিরোনাম
(২) ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
(৩) নলকূপের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিও কোডসহ থানা ব্যাচ ম্যাপে নলকূপের স্থান)

খ. কারিগরি তথ্য

(১) পানি উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা (কিউসেক)
(২) পানি উত্তোলনের পদ্ধতি
(৩) ব্যবহৃত মটরের ক্ষমতা (অশ্ব শক্তি)
(৪) নলকূপের গভীরতা (ফুট)
(৫) নলকূপে ব্যবহৃত পাইপের ব্যাস (ইঞ্চি)
(৬) প্রতিদিন পানি উত্তোলনের পরিমাণ (ঘনমিটার/দিন)
(৭) পানির উৎসের বিবরণ
(৮) পরিত্যক্ত বা নির্গমিত পানির স্থানের বিবরণ
(৯) নিকটস্থ নলকূপের বিবরণ (স্থান, ধরন, দূরত্ব, অশ্ব শক্তি, কিউসেক)

গ. দালিলিক প্রতিপালন সম্পর্কিত তথ্য (গভীর নলকূপের ক্ষেত্রে)

(১) জাতীয় পানি নীতি অনুসৃত হয়েছে কিনা
(২) জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা
(৩) বিদ্যমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের সহিত সংগতিপূর্ণ কিনা
(৪) টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক কিনা
(৫) আবেদনকারী প্রতিপালন আদেশ, অপসারণ আদেশ ও সুরক্ষা আদেশ এর শর্ত ভঙ্গকারী কিনা

ঘ. প্রশাসনিক তথ্য

(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(২) পানির মূল্য পরিশোধের বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আমি বা আমরা হলফ করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনপত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৭.১
(নমুনা)
[বিধি ৩১(৫) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।

অনাপত্তি নং.......................... তারিখ.......................

প্রতি
....
(অনাপত্তিধারীর নাম-ঠিকানা)

নলকূপের অনাপত্তি
(অনধিক ০.৫ কিউসেক হইতে সর্বোচ্চ ১ কিউসেক পর্যন্ত)

আপনার বা আপনাদের আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বা আপনাদের বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে ভূগর্ভস্থ হইতে পানি আহরণের ক্ষেত্রে .... কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন নলকূপ স্থাপনের অনাপত্তি পত্র ইস্যু করা হইল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) অনাপত্তি পত্রের মেয়াদ হইবে ইহা ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ২(দুই) বৎসর, তবে শর্ত থাকে যে পানি ঘোষিত সংকটাপন্ন এলাকায় মেয়াদ হইবে ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ১(এক) বৎসর।

(খ) অনাপত্তি পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়ন করিতে হইবে।

(গ) অনাপত্তি পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘিত হইলে প্রকল্প অনাপত্তি পত্রটি বাতিলযোগ্য হইবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতীত অনাপত্তিপত্র হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(ঙ) উক্ত নলকূপ ভূগর্ভস্থ পানির নিরাপদ আহরণ সীমাকে অতিক্রম করিবে না।

(চ) উক্ত পাম্প পরিবেশের উপর কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলিবে না।

(ছ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(জ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ঝ) অনাপত্তি পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘন করা হইলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদণ্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(ঞ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৭.২
(নমুনা)
[বিধি ৩১(৫) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।

অনাপত্তি নং............ তারিখ......................

প্রতি

....
(অনাপত্তিধারীর নাম-ঠিকানা)

নলকূপের অনাপত্তি
(অনধিক ১ কিউসেক হইতে সর্বোচ্চ ৩ কিউসেক পর্যন্ত)

আপনার বা আপনাদের আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বা আপনাদের বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে ভূগর্ভস্থ হইতে পানি আহরণের ক্ষেত্রে .... কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন নলকূপ স্থাপনের অনাপত্তি পত্র ইস্যু করা হইল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) অনাপত্তি পত্রের মেয়াদ হইবে ইহা ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ২(দুই) বৎসর, তবে শর্ত থাকে যে পানি ঘোষিত সংকটাপন্ন এলাকায় মেয়াদ হইবে ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ১(এক) বৎসর।

(খ) অনাপত্তি পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়ন করিতে হইবে।

(গ) অনাপত্তি পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘিত হইলে প্রকল্প অনাপত্তি পত্রটি বাতিলযোগ্য হইবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতীত অনাপত্তিপত্র হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) অনাপত্তি পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘন করা হইলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৭.৩
(নমুনা)
[বিধি ৩১(৫) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।

অনাপত্তি নং................ **তারিখ........................**

প্রতি

....
(অনাপত্তিধারীর নাম-ঠিকানা)

নলকূপের অনাপত্তি
(ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প কাজের উদ্দেশ্যে)

আপনার বা আপনাদের আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বা আপনাদের বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প কাজের উদ্দেশ্যে সাকশন পদ্ধতিতে ভূগর্ভস্থ হইতে পানি আহরণের ক্ষেত্রে .... কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন নলকূপ স্থাপনের অনাপত্তি পত্র ইস্যু করা হইল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) অনাপত্তি পত্রের মেয়াদ হইবে ইহা ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর।
(খ) অনাপত্তি পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়ন করিতে হইবে।
(গ) অনাপত্তি পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘিত হইলে প্রকল্প অনাপত্তি পত্রটি বাতিলযোগ্য হইবে।
(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতীত অনাপত্তিপত্র হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।
(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।
(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।
(ছ) অনাপত্তি পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘন করা হইলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদণ্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে।
(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৭.৪
(নমুনা)
[বিধি ৩১(৫) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।

অনাপত্তি নং............ তারিখ........................

প্রতি

....
(অনাপত্তিধারীর নাম-ঠিকানা)

নলকূপের অনাপত্তি
(গভীর)

আপনার বা আপনাদের আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বা আপনাদের বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে ভূগর্ভস্থ পানি ধারক স্তর হইতে .... উদ্দেশ্যে গভীর নলকূপ স্থাপন করিয়া ফোর্সমোডে পানি আহরণের অনাপত্তি পত্র ইস্যু করা হইল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) অনাপত্তি পত্রের মেয়াদ হইবে ইহা ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ২(দুই) বৎসর।

(খ) অনাপত্তি পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়ন করিতে হইবে।

(গ) অনাপত্তি পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘিত হইলে প্রকল্প অনাপত্তি পত্রটি বাতিলযোগ্য হইবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতীত অনাপত্তিপত্র হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(ঙ) অনুমোদিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে পানি ব্যবহার করা যাইবে না।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) অনাপত্তি পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘন করা হইলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৮
(নমুনা)
[বিধি ৩১(৬) দ্রষ্টব্য]

নলকূপের অনাপত্তি রেজিষ্টার

ক্রমিক	আবেদনকারীর নাম-ঠিকানা	নলকূপের ধরণ	পানি সম্পদ ব্যবহারের উদ্দেশ্য	নলকূপের স্থান		ব্যবহারের পদ্ধতি	অনাপত্তি ইস্যুর তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	অনাপত্তির শর্তাদি
				জেলা	উপজেলা				
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)

ফরম-৯
(নমুনা)
[বিধি ৩৯(৪) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীণরোড, ঢাকা।

স্মারকনং...................... তারিখ.........................

প্রতি

....
(বিধান বা শর্ত লংঘনকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নাম-ঠিকানা)

সুরক্ষা আদেশ জারির পূর্বে নোটিশ

যেহেতু আইনের নিম্নবর্ণিত বিধানাবলি লংঘন পরিলক্ষিত হইতেছে বিধায় ভূগর্ভস্থ পানি ধারক স্তর হইতে নিরাপদ পানি আহরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (২)এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আপনাকে -------এর দপ্তরে -------- তারিখে -------টায় কেন আপনার বা আপনাদের বিরুদ্ধে বা নামে সুরক্ষা আদেশ জারি করা হইবে না সে সম্পর্কিত বক্তব্য বা বিবৃতি, যদি থাকে, প্রদানের অনুরোধ করা যাইতেছে।

(ক) লংঘিত বিধানাবলি বা শর্ত (আইনের ধারা ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৪, ২৬ ইত্যাদি অথবা সুরক্ষা আদেশের বা ছাড়পত্রের শর্ত):... ....

(খ) লংঘিত বিধানাবলি বা শর্তের বিস্তারিত বিবরণ:...

(গ) নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো বিষয় বা তথ্য: ....

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর।

ফরম-৯.১
(নমুনা)
[বিধি ৩৮(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীণরোড, ঢাকা।

আদেশ নং................... **তারিখ.....................**

সুরক্ষা আদেশ

যেহেতু কারিগরি কমিটি কর্তৃক পরিচালিত অনুসন্ধান/পরীক্ষা নিরীক্ষা/জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ইহা প্রতীয়মান হইয়াছে যে, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে (...............................);

[প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত যে কোনো এক বা একাধিক বিষয় উল্লেখ করিতে হইবে]

(ক) ধারা-২২ এর অধীন নিম্নবর্ণিত জলাধার সংরক্ষণ করা আশু প্রয়োজন/

(খ) ধারা-২০ এর অধীন নিম্নবর্ণিত জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করা আশু প্রয়োজন/

(গ) ধারা-১৭ এর অধীন নিম্নবর্ণিত পানি সংকটাপন্ন এলাকার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা আশু প্রয়োজন/

(ঘ) ধারা-১৯ এর অধীন নিম্নবর্ণিত ভূগর্ভস্থ পানি ধারক স্তরের সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ নিশ্চিত করা আশু প্রয়োজন/

(ঙ) ধারা-২১ এর অধীন নিম্নবর্ণিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা আশু প্রয়োজন/

(চ) ধারা-২৩ এর অধীন নিম্নবর্ণিত পানি অঞ্চলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা আশু প্রয়োজন/

(ছ) ধারা-২৪ এর অধীন নিম্নবর্ণিত পানি মজুদকরণ কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করা আশু প্রয়োজন/

(জ) ধারা-২৫ এর অধীন নিম্নবর্ণিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা আশু প্রয়োজন/

এবং যেহেতু সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের শুনানী গ্রহণপূর্বক ইহা স্পষ্ট হইয়াছে যে, উক্ত বিষয়ে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক;

সেইহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ২৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নরূপ কার্য হইতে আপনাকে (ব্যক্তি/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ) বিরত থাকিবার জন্য সুরক্ষা আদেশ প্রদান করিল, যথা:

ক। সুরক্ষা আদেশের আওতাভুক্ত এলাকার বিবরণ: জেলা......................., উপজেলা........................, ইউনিয়ন.................., মৌজা......................

খ। বিধি-নিষেধ:

(১) ....

(২) ....

(৩) ....

২। আরও উল্লেখ করা যাইতেছে যে, উপযুক্ত কারণ ব্যতীত উক্ত আদেশ প্রতিপালন করা বাধ্যতামূলক এবং উহা প্রতিপালন না করা জরিমানাযোগ্য এবং একটি দন্ডনীয় অপরাধ।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর।

প্রতি

....

(নাম-ঠিকানা)

ফরম-১০
(নমুনা)
[বিধি ৫০(১) দ্রষ্টব্য]

নিবন্ধন বহি
[বিধি ৫৪(১)]

ক্রমিক	আবেদনকারীর নাম-ঠিকানা	প্রকল্পের ধরণ	পানি সম্পদ ব্যবহারের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের স্থান		ব্যবহারের পদ্ধতি	প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	ছাড়পত্রের শর্তাদি
				জেলা	উপজেলা				
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-১১
(নমুনা)
[বিধি ৫১(১) দ্রষ্টব্য]

প্রত্যায়িত কপির আবেদন

প্রতি
মহাপরিচালক
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

জনাব

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে প্রত্যায়িত কপি বা জাবেদা নকল প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ জানাইয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করিতেছি:

ক। **বিবরণ:**

(ক) আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

(খ) ছাড়পত্রের নম্বর ও ইস্যুর তারিখ:

(গ) অন্যান্য বিবরণ, যদি প্রয়োজন হয়:

(ঘ) সার্টিফায়েড কপি বা প্রত্যায়িত কপি বা জাবেদা নকলের জন্য প্রদেয় ফি চালান বা ব্যাংক ড্রাফ্ট বা পে-অর্ডার নম্বর।

খ। **সার্টিফায়েড কপি বা প্রত্যায়িত কপি বা জাবেদা নকল প্রাপ্তির উদ্দেশ্য:**

(ক) ....
(খ) ....
(গ) ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম-১২
(নমুনা)
[বিধি ৫২(৩)দ্রষ্টব্য]

প্রত্যায়িত তথ্য ও উপাত্ত প্রাপ্তির আবেদন

প্রতি
মহাপরিচালক
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

জনাব

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে প্রত্যায়িত তথ্য ও উপাত্ত প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ জানাইয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সহযোগে আবেদন করিতেছি:

ক। **বিবরণ:**

(ক) আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

(খ) আবেদিত তথ্য ও উপাত্তের বিষয়:

(গ) অন্যান্য বিবরণ, যদি প্রয়োজন হয়:

(ঘ) তথ্য ও উপাত্তের জন্য প্রদেয় ফি চালান বা ব্যাংক ড্রাফ্‌ট বা পে-অর্ডার নম্বর।

খ। **তথ্য ও উপাত্ত প্রাপ্তির উদ্দেশ্য:**

(ক) ....
(খ) ....
(গ) ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম-১৩
(নমুনা)
[বিধি ৫২(৪) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীণরোড, ঢাকা।

নং............................... তারিখ...........................

প্রতি

....
(আবেদনকারীর নাম-ঠিকানা)

তথ্য ছক

আবেদনে উল্লিখিত তথ্য ও উপাত্তের বিষয়	সরবরাহকৃত তথ্য ও উপাত্ত

স্বাক্ষর ও সীলমোহর

ফরম ১৪
(নুমনা)
[বিধি ১১(২) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

পরিদর্শন সম্পর্কিত অভিপ্রায় নোটিশ

যেহেতু আপনার বা আপনাদের প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের বিষয়ে............................ তারিখ................. ঘটিকায় উহা পরিদর্শন করা প্রয়োজনীয় ও আবশ্যক;

সেহেতু উক্ত তারিখ ও সময়ে আপনাকে/আপনার উপযুক্ত প্রতিনিধিকে প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পে বা স্থানে উপস্থিত থাকিয়া সহযোগিতা প্রদানের জন্য আপনাকে এতদ্বারা অভিপ্রায় নোটিশ প্রদান করা হইল।

পরিদর্শক

নাম:

পদবী

প্রতি...
....
....

ফরম-১৫
(নমুনা)
[বিধি ৩৪(২) দ্রষ্টব্য]

অনুমতির জন্য আবেদন
(জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধকরণের অনুমতি)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যম: মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহের উপর স্থাপনা নির্মাণ/বালু উত্তোলন/ভরাট করিতে ইচ্ছুক এবং উহার অনুকুলে অনুমতি পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানাইয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করিতেছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। **সাধারণ তথ্য:**

(১) কাজের ধরণ (স্থাপনা নির্মাণ/বালু উত্তোলন/ভরাট)
(২) কাজের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা
(৩) কাজের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে কাজের সীমানা)

খ। **কারিগরি তথ্য:**

(১) বেজলাইন সম্পর্কিত তথ্য বা অবস্থা পর্যালোচনা
(২) ভূমি ব্যবহার ম্যাপ (অনুমোদিত, যেমন রাজউক, ইত্যাদি)
(৩) ভূমি ব্যবহার নকশা বা পরিকল্পনা
(৪) জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহের উপর প্রভাব
(৫) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব

আমি বা আমরা হলফ করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-১৬
(নমুনা)
[বিধি ৩৪(১০) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীণরোড, ঢাকা।

অনাপত্তি পত্র নং..................................... **তারিখ.........................**

প্রতি

....
(অনাপত্তি পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

অনুমতি পত্র
(জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধকরণের অনুমতি)

আপনার আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহি কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে .... কাজের অনুমতি পত্র ইস্যু করা হইল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) অনুমতি পত্রের মেয়াদ হইবে ইহা ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ২(দুই) বৎসর।

(খ) অনুমতি পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়ন করিতে হইবে।

(গ) অনুমতি পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘিত হইলে কাজের অনুমতি পত্রটি বাতিলযোগ্য হইবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতীত ইহা হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(ঙ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-১৭
(নমুনা)
[বিধি ৩৪(১১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীণরোড, ঢাকা।

নং........................ তারিখ.......................

প্রতি
....
(আবেদনকারীর নাম-ঠিকানা)

আবেদনপত্র নামঞ্জুরের আদেশ

আপনার বা আপনাদের আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনাকে বা আপনাদেরকে এই মর্মে অবহিত করা যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত কারণে অনাপত্তি পত্রের জন্য দাখিলকৃত আপনার আবেদনপত্র নামঞ্জুর করা হইল, যথা:-

নামঞ্জুরের কারণসমূহ:

(ক) ....
(খ) ....
(গ) ....
(ঘ) ....

২। এই আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিধি ৪৬ এর অধীন ইহার বিরুদ্ধে আপিল করা যাইবে।

স্বাক্ষর ও সীলমোহর

ফরম-১৮
(নমুনা)
[বিধি ৩৭(৭) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীণরোড, ঢাকা।

স্মারকনং................................ তারিখ..........................

প্রতি
....
(বিধান বা শর্ত লংঘনকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নাম-ঠিকানা)

শর্ত আরোপের পূর্বে নোটিশ

যেহেতু যথাযথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ইহা প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আপনি বা আপনার প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা পানি সম্পদের মজুদ কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন বা উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন যাহা পানি সম্পদ সুরক্ষা পরিপন্থী হইয়াছে, যথা:

(ক) পানি সম্পদ মজুদকরণ কার্যক্রম সম্পর্কিত বিবরণ: ....

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী: ....

সেহেতু ২৭ ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কেন আপনার বা আপনাদের প্রতি মজুদকরণে বিধি নিষেধ আরোপ করা হইবে না সেই সম্পর্কে বক্তব্য বা বিবৃতি যদি থাকে, উহা লিখিত আকারে আগামী...................তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর।

ফরম-১৯
(নমুনা)
[বিধি ৩৭(৭) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রীণরোড, ঢাকা।

আদেশ নং................................ তারিখ............................

শর্তারোপ আদেশ

যেহেতু, যথাযথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ইহা পরিলক্ষিত হইয়াছে যে, আপনি বা আপনার প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর বিধান লংঘন করিয়া বিধি বহির্ভূত পানি সম্পদ মজুদ করিয়াছেন,

এবং যেহেতু, আপনাকে বা আপনাদেরকে যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে এবং আপনার উপস্থাপিত বক্তব্য বিবেচনা করা হইয়াছে (যদি বক্তব্য উপস্থাপন করা হইয়া থাকে সেইক্ষেত্রে);

এবং যেহেতু, উপর্যুক্ত বিষয়াদি বিবেচনাক্রমে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আপনি বা আপনার প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর বিধান লংঘন করিয়া পানির অবৈধ মজুদ করিয়াছেন;

সেইহেতু, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ২৪ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে.....................পঠিতব্য, নিম্নরূপ শর্তারোপ করা হইল:

(ক) অবৈধ মজুদের বিবরণ (স্থান: জেলা...........,উপজেলা ....,ইউনিয় ....,মৌজা ....)
(খ) অবৈধ পানি মজুদ কার্যক্রমের বিবরণ সম্পর্কিত বিবরণ:
(গ) নির্বাহী কমিটি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় বা তথ্য:....

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর।

প্রতি
....
(অবৈধ পানি মজুদকারী বা শর্ত লংঘনকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নাম-ঠিকানা)

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
(..................................)

কবির বিন আনোয়ার
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd